আহ্ছানিয়া
মিশন বার্তা

বর্ষ ৩৮ ■ সংখ্যা ৪ ■ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব
১৯৮৬-২০১৪

১৯৮৬ জনাব মোহাম্মদ ফেরদৌস খান
১৯৮৭ জাতীয় অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহীম
১৯৮৮ জনাব এস এম আল হোসায়নী
১৯৮৯ জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান
১৯৯০ জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ
১৯৯৭ জনাব আজিজ উল হক
১৯৯৮ জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান
১৯৯৯ বিচারপতি মোস্তাফা কামাল
২০০০ প্রফেসর মুহম্মদ শামসুল হক
২০০১ প্রফেসর ড. ওয়াহিদ উদ্দিন আহমেদ
২০০২ ড. সিরাজুল হক
২০০৩ ড. ফসিউদ্দিন মাহতাব
২০০৪ প্রফেসর ড. এম শমশের আলী
২০০৫ অধ্যাপক ড. এম.এইচ.খান
২০০৬ জনাব এম. সাহাবুদ্দিন আহমেদ
২০০৭ জনাব কাজী ফজলুর রহমান
২০০৮ জনাব ভ্যালরী এ. টেলর
২০০৯ জনাব খন্দকার ইব্রাহিম খালেদ
২০১০ জাতীয় অধ্যাপক ব্রি. (অব.) ডা. আবদুল মালিক
২০১১ জনাব হাফেজ আহমেদ মজুমদার
২০১২ প্রফেসর ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী
২০১৩ ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন
২০১৪ অধ্যাপক এ কে আজাদ খান

স্বর্ণপদক ২০১৫ প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব
প্রফেসর ড. এম এ রহিম

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক
জাতীয় পর্যায়ে অবদানের সম্মাননা

Ahsania Mission Cancer & General Hospital

Situated in the embankment of Uttara Sector 10, beside the picturesque Turag river, it is one of the finest state of the art Hospitals of Bangladesh, equipped with all modern facilities & world class machinery for the detection and treatment of Cancer and other diseases

এখানে রয়েছে ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য সর্বাধুনিক মেডিকেল ইকুইপমেন্ট যেমন IMRT ও IGRT সুবিধা সংবলিত অত্যাধুনিক দু'টি Linear Accelerator Machine (Linac), Cobalt-60 টেলিথেরাপী মেশিন, ব্র্যাকিথেরাপী ও সিটি সিমুলেটর মেশিন। ক্যান্সার ও অন্যান্য জটিল রোগ নির্ণয়ের জন্য রয়েছে অত্যাধুনিক ইকুইপমেন্ট যেমন এম.আর.আই, সিটি স্ক্যান, ওপিজি, বোন ডেনসিটোমেট্রি মেশিন, ডি.আর ও সি আর এক্স-রে, ম্যামোগ্রাফি মেশিন, অত্যাধুনিক 4D স্ক্রিন টাচ আল্ট্রাসনোগ্রাম ও ইকোকার্ডিওগ্রাম মেশিন।

এখানে বাংলাদেশের প্রখ্যাত ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ, অন্যান্য চিকিৎসক ও অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ানদের তত্ত্বাবধায়নে অত্যন্ত সাশ্রয়ী মূল্যে রোগীদের পরীক্ষা ও চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে।

ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত সর্বাধুনিক মেডিকেল ইকুইপমেন্ট

CT Simulation

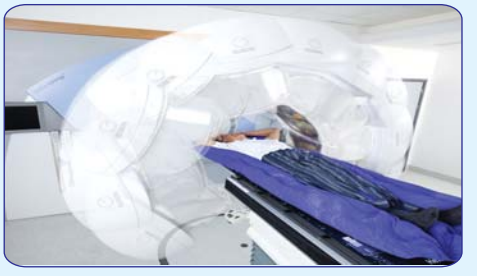

LINAC

Theratron Tele Cobalt

Bracchy Therapy

রোগ নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত সর্বাধুনিক মেডিকেল ইকুইপমেন্ট

DH Gama Camera

MRI

BMD

CT Scan

Mammography

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল

প্লট-৩, এমব্যাংকমেন্ট ড্রাইভওয়ে, সেক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০, বাংলাদেশ

ফোন: (৮৮০-২) ৮৯৩১১৪১, ৮৯৬২১৬৫, মোবাইল : ০১৫৩১২৯১৮১০

আহ্ছানিয়া
মিশন বার্তা

বর্ষ ৩৮ ❑ সংখ্যা ৪ ❑ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬

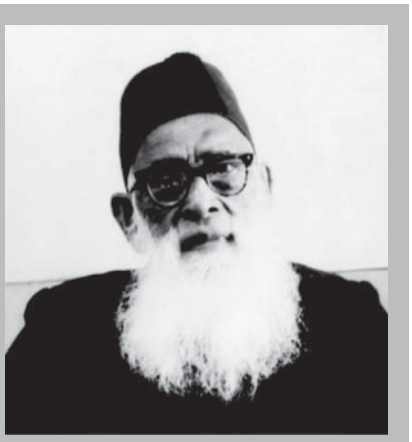

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)
১৮৭৩ - ১৯৬৫
প্রতিষ্ঠাতা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা মানবকল্যাণব্রতী, ইতিহাসের এক আলোকবর্তিকা। শিক্ষায়, সেবায়, কর্মে এক বিশাল ব্যক্তিত্ব তিনি। মহৎ ব্যক্তিরা নিজের সাফল্য অন্যের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েই আনন্দ লাভ করেন। মহৎ ব্যক্তিদের এই আদর্শের ধারায় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা অগ্রদূত। তাঁর প্রবল শিক্ষানুরাগ ও সেবাব্রত আমাদের সেকালের পিছিয়ে পড়া সমাজকে এগিয়ে দিয়েছে এবং জাগিয়ে তুলেছে। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে শিক্ষা বিস্তারে, সমাজসেবায়, কর্মে ও অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে যারা সমাজকে আলোকিত করে চলেছেন সেরকম একজন ব্যক্তিত্বকে প্রতিবছর সম্মান জানানো হয় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক প্রদানের মাধ্যমে। ১৯৮৬ সাল থেকে এ পদক দেয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত ২৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মানিত করা হয়েছে এ পদক দিয়ে। প্রচ্ছদ কাহিনীতে স্বর্ণপদকপ্রাপ্তদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি একসঙ্গে প্রকাশ করা হলো। ভবিষ্যতে গবেষকরা একটি সংখ্যা থেকেই পাবেন সকলের জীবনের নানা উল্লেখযোগ্য দিক।

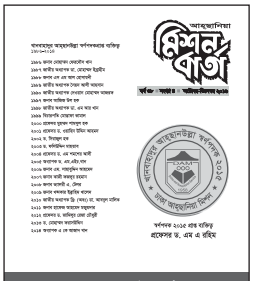

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক
জাতীয় পর্যায়ে অবদানের সম্মাননা

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নবম সমাবর্তন হয়ে গেল ৭ নভেম্বর। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি নতুন শিক্ষাব্যস্থার ওপর জোর দেন। কারণ তিনি মনে করেন গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দূর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয়। সমাবর্তনে আগত শিক্ষার্থীরাও অঙ্গীকার করেন দেশ থেকে দুর্নীতি দূর করার জন্য তারা তাদের কর্মজীবনে অবিচল থাকবেন। সমাবর্তন অনুষ্ঠান নিয়ে রয়েছে একটি বিশেষ প্রতিবেদন।

প্রতি বছরের মতো এবারও জাতীয় শিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'শিক্ষায় নৈতিকতা ও পেশাগত উন্নয়ন'। ৬ ও ৭ অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও এনজিওর ৪০০ এরও বেশি প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও ক্ষেত্র অনুযায়ী দু'দিনে মোট ৩টি প্লেনারি ও ১২টি প্যারালাল সেশন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও প্লেনারি সেশনে ৩টি মূল প্রবন্ধ এবং প্যারালাল সেশনসমূহে শিশু বিকাশ ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে মোট ২৯টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। শিক্ষক সম্মেলনের বিস্তারিত জানা যাবে বিশেষ প্রতিবেদনে।

এরই মাঝে আরো একটি বছর শেষ হলো। বিদায় ২০১৬। আপনাদের সবাইকে জানাই নতুন ইংরেজি বছরের শুভেচ্ছা। ২০১৭ সবার জন্য মঙ্গলময় হোক।

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ড. এম. এহছানুর রহমান

সম্পাদকীয় পরিষদ
কাজী আলী রেজা
আ. শ. ম. বাবর আলী
অধ্যক্ষ ফাতেমা খাতুন
জহিরুল আলম বাদল

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মোঃ আমিনুল হক

২৫ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ কাহিনী ৫

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক
জাতীয় পর্যায়ে অবদানের স্বীকৃতি ও জনসেবায় সম্মাননা

মিশন প্রতিষ্ঠাতার দর্শন ৩
বিশেষ প্রতিবেদন ৪
শিক্ষা ২২-২৫
স্বাস্থ্য ২৬-২৮
দুর্যোগ ২৯
জীবন-জীবিকা ৩০
বিবিধ ৩১-৩২

১৪
আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নবম সমাবর্তন
গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব নয় -শিক্ষামন্ত্রী

১৬-১৮
সহজ ভাষার আলাপ
আলাপের ২৫ বছর পূর্তি উদপাপন

১৯
৫ম জাতীয় শিক্ষক সম্মেলন -২০১৬
শিক্ষায় নৈতিকতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিক্ষার মানউন্নয়ন সম্ভব

৩১
আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরামের মতবিনিময় সভা

৩২
আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীর বিজয় দিবস উদযাপন ২০১৬

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
বাড়ি- ১৯, সড়ক- ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
থেকে কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আমাদের বাংলা প্রেস, ৩২/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা- ১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮১৪৩৭০৬, ৯১৪৪০৩০
ই-মেইল : dambgd@ahsaniamission.org.bd
ওয়েবসাইট : www.ahsaniamission.org.bd

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এবং মিশন

আ. শ. ম. বাবর আলী

১৯২৯ সালে সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) জন্মভূমি নলতাতে এসে শুরু করেন তাঁর অবসর জীবন। এ সময় তাঁর অধ্যাত্ম জীবনসাধনা অব্যাহত রেখেও সর্বশ্রেণির জনগণের কল্যাণমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। আর এই উভয়বিধ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা'– এই মূলাদর্শ নিয়ে ১৯৩৫ সালের ১৫ মার্চ তারিখে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তাঁর কিছু ভক্তবৃন্দকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন'।

ওই একই মূলাদর্শে ১৯৫৮ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকাতে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন'। আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠার মূলে ৭টি লক্ষ্যকে নির্ধারণ করা হয়েছিল। উক্ত লক্ষ্যগুলিই আহ্ছানিয়া মিশনের দর্শন হিসেবে বিবেচিত। মূল নীতি হিসেবে লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে– ১. সমগ্র মানব গোষ্ঠীর সামাজিক ও আত্মিক জীবন উন্নত করা, ২. মানুষে মানুষে পার্থক্য নিশ্চিহ্ন করা, ৩. মানুষে মানুষে একতা ও ভ্রাতৃত্বের বিকাশ সাধন ও আত্মিক প্রেমে উদ্দীপ্ত করা, ৪. প্রত্যেককে নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করা এবং অহংকার পরিহার করিতে শিক্ষা দেওয়া, ৫. প্রত্যেককে স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে স্বীকার ও উপলব্ধি করিতে সক্ষম করা, ৬. প্রত্যেককে স্রষ্টার প্রতি এবং মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম করা এবং ৭. নিপীড়িত মানব জাতির প্রতি যথাসাধ্য সাহায্য-সহযোগিতা করা। উল্লেখ্য যে, এই সাতটি মূলনীতিকে সমন্বয় করে তাকে দুটি ভাগে বিভাজন করতঃ নির্দিষ্ট করেন মিশনের মূলাদর্শ– 'স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা'।

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)'র বিভিন্ন লেখা ও বক্তব্যে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মিশনের এ দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। স্রষ্টার এবাদতের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমাদের খোদা দয়ার সাগর, ক্ষমার প্রস্রবণ, আমাদের নবী মহব্বতের প্রতিমূর্ত্তি, মহৎ গুণের অবতার, ক্ষমাশীলতার আদর্শ, আতিথেয়তার দৃষ্টান্ত, কর্মজীবনের কর্ণধার, জীবনের পথ প্রদর্শক, দেহী হইয়া ঐশ-জ্যোতিতে ভরপুর, দেহী হইয়াও তিনি খোদায়ী নূরের প্রতিভাস, আমাদের দীন দুনিয়ার কান্ডারী, আমাদের একমাত্র আশ্রয়, ইহলোক ও পরলোকের বাদশা, শেষ মুক্তির কারণ।' –মিশন প্রতিষ্ঠাতার গুজারেশ।

মিশন প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক দর্শন ছিল এটাই। আর এই প্রাথমিক দর্শনে মিশন-সদস্যদেরকে প্রতি আশা প্রকাশ করে তিনি বলেছিলেন, 'আমি চাই আপনাদেরকে খোদার আশেক দেখিতে, রাছুলের সত্যের বর্ত্তিকা লইয়া ভ্রমান্ধকার ঘুচাইতে, মহব্বতের বন্ধনে সারা জাহানকে আবদ্ধ করিতে ও পরম আনন্দ, পরম শান্তি দুই হাতে বিলাইতে।' – প্রাগুক্ত। অর্থাৎ জগতের সকল মোহ ত্যাগ করে ধর্মের অনুসরণে স্রষ্টা ও তাঁর সকল সৃষ্টেরে প্রতি মহব্বত সৃষ্টির মাধ্যমে অজ্ঞানতা-অন্ধকার থেকে সত্যালোকের পথগমনের দিগ্‌নির্দেশনই মিশনের অন্যতম দর্শন হিসেবে বিবেচিত। মিশনের এই দর্শনকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি এর সদস্য তাঁর ভক্তদেরকে তিনি এই বলে আহ্বান করেছেন, 'আপনারা কর্মী হউন, তর্ক ও বক্তৃতা ভুলে যান, সারা বিশ্বের সেবা করুন। হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতাকে বিসর্জন দিয়া শ্রমিকের সাজ লইয়া তরীকতের শৃখলে সবাইকে বন্ধুভাবে আবদ্ধ করিয়া সমাজকে গৌরাবন্বিত করুন।' –প্রাগুক্ত। অর্থাৎ শুধুমাত্র একক ধর্মীয় কিংবা একক দেশীয় গন্ডিতে মিশনের দর্শন আবদ্ধ নয়, পরিব্যপ্তী তার সর্বধর্ম থেকে সারা বিশ্ব বলয়ে। বিশ্বের সর্বস্থলে সর্ব মানুষের জন্য এবং তা সত্য-সুন্দর জীবন ও সমাজ গঠনের লক্ষ্যে।

এগুলো তো গেল, মিশনের ধর্মদর্শন। তাছাড়া মানবের বাস্তব জীবনের অনুষঙ্গও আহ্ছানিয়া মিশনের অন্যতম দর্শন। হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) সেই দর্শনকে উল্লেখ করেছেন এভাবে, 'কাহাকেও হেয় জ্ঞান করিবে না, কাহারও গীবত করিবে না এবং কাহারও অন্তরে ব্যথা দিবে না। সত্য বলিবে, সততা অবলম্বন করিবে ও শত্রুকে মিত্রতা দ্বারা বশীভূত করিবে। রোগ শোক সকল অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করিবে।' –আহ্ছানিয়া মিশনের মূলনীতি।

মিশনের এই পার্থিব দর্শনকে আরও একটু বিস্তৃত করে একই নিবন্ধে তিনি বলেন, 'সত্য কথন, সত্য প্রচার, সৎগ্রন্থ পাঠ ও সৎসঙ্গ লাভ করিবে। ... স্বার্থের জন্য কাহারও নিকট হস্ত প্রসার করিবে না। ...নিজকে ক্ষুদ্রতম মনে করিবে, কাহাকেও তুচ্ছ বা ঘৃণা করিবে না– সে নফর হউক হউক, ভক্ত হউক বা শিষ্য হউক। ...সুকথা ও সুকার্য দ্বারা লোকের সন্তুষ্টি বিধান করিবে এবং কুকথা ও কুকার্য দ্বারা কাহারও অন্তরে ব্যথা দিবে না।'

মিশনের এ সাংবিধানিক দর্শন প্রতিভাত হয়েছে ভক্তবৃন্দের কাছে লেখা তাঁর অজস্র চিঠিপত্রে। যেমন, তাঁর লেখা 'ভক্তের পত্র' গ্রন্থের ৩১ সংখ্যক পত্রে– 'প্রাণ মন ঠিক করিয়া সমতানে, সমভাবে, সমজ্ঞানে সেই পরম আরাধ্যকে আহ্বান করুন।' ৫০ সংখ্যক পত্রে– 'সহিষ্ণুতার ভেলা অবলম্বন করিয়া সংসার বারিধি সন্তরণ করিয়া যান। গর্ব্ব-প্রতিহিংসা, সম্ভ্রম লাভের ইচ্ছা, খ্যাত-ধন, মান, পুত্র-কন্যা সকলকে ভুলিয়া কেবলই সন্তরণ দিতে থাকুন।' ১৯৪ সংখ্যক পত্রে– 'ক্রোধ, ঈর্ষা, হাস্তিকে রোক্‌সোদ করিতে হইবে।' 'প্রেমিকের পত্রাবলী'র ২৪ সংখ্যক পত্রে– 'মিথ্যা কথা, লোকের অপবাদ, অত্যাচার, অসত্য, ঈর্ষা ও দ্বেষ হইতে সতত নিজেকে বাঁচাইবে।' ১৩৭ সংখ্যক পত্রে– 'আত্মার শক্তি দ্বারা কুপ্রবৃত্তিকে সর্ব্বদা বশীভূত রাখতে হবে।

আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এক ভক্তের কাছে লেখা এক চিঠিতে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) বলেন, 'আহ্ছানিয়া মিশন নামে একটি সমিতি গঠন করা হয়েছে। অপরের খেদমত করাই ইহার উদ্দেশ্য; অন্য উদ্দেশ্য হইতেছে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন, দুঃখীর অভাব নিবারণকরণ।' –আমার শিক্ষা ও দীক্ষা: পৃ-৩৮।

বাস্তবিকভাবে মিশনের দর্শন পার্থিব ও পারলৌকিক শান্তির পাথেয়ও বটে। এবং তা সকল ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য।

অন্যভাবে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)'র গোটা জীবনের যে সাধনা ও দর্শন, তারই নির্দেশিত অনুসরণীয় প্রতিচ্ছবিই আহ্ছানিয়া মিশনের দর্শন। আর সেই দর্শনকে সম্মুখে স্থাপন করেই তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পরিব্যাপ্তী আজ স্বদেশের গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে।

আ. শ. ম. বাবর আলী, কন্সালটেন্ট (প্রকাশনা), ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

প্রফেসর ড. এম এ রহিমকে ২০১৫ সালের খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক প্রদান

বাংলাদেশে কৃষি গবেষণার মাধ্যমে সফল মডেল উদ্ভাবন ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. এম এ রহিমকে ২০১৫ সালের খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক প্রদান করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। ১০ ডিসেম্বর ২০১৬ রাজধানীর আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পদক প্রদান করা হয়। পদকের মূল্যমান দুই ভরি স্বর্ণের পদক ও নগদ ১ লাখ টাকা।

প্রফেসর রহিম ফল ও বনজ বৃক্ষ গবেষণা, বৃক্ষ সংরক্ষণ ও উদ্ভাবন বিষয়ে দীর্ঘ ৩২ বছর ধরে কর্মরত আছেন। ১৯৯১ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ফলদ বৃক্ষের জার্মপ্লাজম সেন্টারটি বর্তমানে দেশের সর্ববৃহৎ ও বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফলদ বৃক্ষের জাদুঘরে পরিণত হয়েছে।

তিনি সর্বমোট ৯০টি বিভিন্ন প্রজাতির ফল/সব্জি/মসলার জাত জাতীয় বীজ বোর্ডের মাধ্যমে অবমুক্ত করেছেন। এগুলোর মধ্যে বাউকুল-১ উদ্ভাবন বাংলাদেশে রীতিমতো কৃষি বিপ্লব ঘটিয়েছে। প্রফেসর রহিমকে তাই অনেকেই "ফলের জাদুকর" বলে সম্বোধন করেন।

> প্রফেসর রহিম ফল ও বনজ বৃক্ষ গবেষণা, বৃক্ষ সংরক্ষণ ও উদ্ভাবন বিষয়ে দীর্ঘ ৩২ বছর কর্মরত আছেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ দস্তগীর হোসেন। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম। স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও সম্মাননাপত্র পাঠ করেন আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কাজী শরীফুল আলম। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য প্রফেসর ড. এম শমশের আলী ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ-এর কৃষিতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. মো. সুলতান উদ্দিন ভূঞা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহ্ছানুর রহমান।

উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন উপমহাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, সুফী সাধক, তৎকালীন জনশিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠাতা হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা'র নামে ১৯৮৬ সাল থেকে এ পুরস্কার প্রদান করে আসছে। জাতীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ পর্যন্ত ২৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এই স্বর্ণপদক দেয়া হয়েছে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক

জাতীয় পর্যায়ে অবদানের স্বীকৃতি ও জনসেবায় সম্মাননা

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা শিক্ষায়, সেবায়, কর্মে ছিলেন এক আদর্শ ব্যক্তিত্ব। জীবনের সকল সঞ্চয় তিনি দান করে গেছেন। তাঁর উদ্যোগ ও কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে জীবন ও মানসে যে শ্রেয়-চেতনা নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন তাতে তিনি পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেন এবং খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা এইভাবে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন। তাঁর আদর্শ হলো স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা। সেই আদর্শকে ধারণ করে সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। আরও মানুষকে সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৬ সাল থেকে প্রদান করা শুরু হয় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক। জাতীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ পর্যন্ত ২৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এই স্বর্ণপদক দেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক প্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রকাশ করা হলো। তত্ত্বাবধান **কাজী আলী রেজা**, গ্রন্থনা **চিন্ময় মুৎসুদ্দী**, সহযোগিতা **সাইফুল ইসলাম**

২০১৫ প্রফেসর ড. এম এ রহিম

বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী, বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ফলদ জাদুঘরের প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান গবেষক এবং বাউকুলসহ অসংখ্য ফলের উদ্ভাবক প্রফেসর ড. এম এ রহিমের জন্ম ১৯৫৬ সালের ২২ জুলাই পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার দাঁশুড়িয়া গ্রামে। তাঁর পিতা আব্দুর রহমান বিশ্বাস ও মাতা আমেনা বেগম। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে কৃষি বিষয়ে বিএসসি এজি (অনার্স) ও ১৯৮২ সালে হর্টিকালচার বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি এমএসসি এজি ইন হর্টিকালচার ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৮৮ সালে যুক্তরাজ্যের 'লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে তিনি প্ল্যান্ট ফিজিওলজি বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৮২ সালে তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগে প্রভাষক পদে যোগ দেন এবং ১৯৯৭ সালে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

তিনি ৯০টি বিভিন্ন প্রজাতির ফল/সব্জি/মসলার জাত জাতীয় বীজ বোর্ডের মাধ্যমে অবমুক্ত করেছেন। এ জাতগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে সফল আমের ২৫টি, পেয়ারার ১০টি, কুলের ৩টি, লেবুর ৪টি, জাম্বুরার ৫টি, লিচুর ৪টি, তেঁতুল ২টি, লংগান ২টি, ড্রাগন ৩টি, কামরাঙ্গা ৩টি, জামরুলের ৩টি, সফেদার ৪টি, মালটার ২টি, গাব ২টি, রসুনের ৪টি, মিষ্টি কুমড়ার ১টি, গাজরের ২টি, জলপাই, লটকন, আমলকি, ডুমুর, অরবরই, স্ট্রবেরী, কদবেল, কাঁঠাল, রাম্বুটান, আমড়া ও কাজুবাদামের ১টি করে জাত অবমুক্ত করা হয়েছে।

এগুলোর মধ্যে বাউকুল-১ উদ্ভাবন বাংলাদেশে রীতিমতো কৃষি বিপ্লব ঘটিয়েছে। প্রফেসর রহিমকে তাই অনেকেই "ফলের জাদুকর" বলে সম্বোধন করেন। তাঁর লেখা প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৯।

তিনি কৃষি সম্মাননা ও কৃতজ্ঞতা স্মারক-২০১০, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা কৃষি পদক- ২০০৯, অতীশ দীপঙ্কর গোল্ড মেডেল, ফলবৃক্ষ গবেষণা উন্নয়ন ও রোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০১২সহ অনেক সম্মাননা পদক পেয়েছেন এবং শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ড. নরমান আরনক বরলগ আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্মাননা-২০০৮ লাভ করেন।

স্বর্ণপদক প্রদানের নীতিমালা

স্বর্ণপদক দেয়ার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় মৌলিক গবেষণালব্ধ আবিস্কার ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি; দেশ, মানুষ ও সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা; সমাজকর্ম/সমাজসেবা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান; শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান; বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা বা অন্যান্য স্বীকৃত পেশায় বিশেষ অবদান; জাতীয় পর্যায়ে মানবগোষ্ঠীর সামাজিক ও আত্মিক জীবন উন্নয়নমূলক কাজে নেতৃত্বদান; ও মানুষে মানুষে একতা ও ভ্রাতৃত্বের বিকাশ সাধনে ও পার্থক্য বিলোপ করতে বিশেষ অবদান।

২০১৪ অধ্যাপক এ কে আজাদ খান

বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এ কে আজাদ খান বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জে ১৯৪১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৫ সালে ফার্মাকোলজী এবং ফরেনসিক মেডিসিন-এ অনার্স প্রাপ্ত হয়ে ঢাকা

মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করেন। ১৯৭০ সালে এফসিপিএস (পাকিস্তান)-এ প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য কর্নেল জাফরি গোল্ড মেডেল-এ ভূষিত হন, এবং ১৯৭৭ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.ফিল ডিগ্রি লাভ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নকালে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা মাধ্যমে ৫ ASA-based drugs উদ্ভাবন করেন, যা Inflammateery Bowel Disease(IBD) রোগের এখনও প্রধান চিকিৎসা। বাংলাদেশে গ্যাস্ট্রো এন্টারোলজি স্বাস্থ্যসেবার তিনি প্রবর্তক। এ দেশে এন্ডোস্কপি সেবারও তিনি পথপ্রদর্শক। বাংলাদেশে গ্যাস্ট্রো এন্টারোলজি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট এবং এই সমিতির আজীবন অনারারি প্রেসিডেন্ট। বাংলাদেশে এন্ডোক্রাইন সোসাইটি প্রতিষ্ঠাতাদের একজন।

অধ্যাপক এ কে আজাদ খান

অধ্যাপক এ কে আজাদ খানের বিশেষ প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির অনুরোধে বাংলাদেশ সরকার 'বিশ্ব ডায়াবেটিক দিবস' পালনের জন্য জাতিসংঘে প্রস্তাব করে, যা ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর ৬১/২২৫ রেজ্যুলেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এর ফলে প্রতিবছর ১৪ নভেম্বর পৃথিবীর ১৬০টি দেশে জাতিসংঘ দিবস হিসেবে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালিত হচ্ছে।

অধ্যাপক আজাদ খানের প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে "আপনার স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও উন্নতি", "রোগের নাম ডায়াবেটিস", "পেপটিক আলসারের কথা", "জন্ডিস", "হজ্জের বিধান ও হজ্জ সফরে স্বাস্থ্যবিধি", "ডায়াবেটিক চিকিৎসায় গাছ-গাছড়ার ব্যবহার", "স্বাস্থ্যসেবা ও নৈতিকতা" উল্লেখযোগ্য।

২০১৩ ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ১৯৪২ সালের ১৮ এপ্রিল হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার রতনপুর গ্রামের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মোহাম্মদ মাহতাবউদ্দিন মাতা চমকচান।

পিতার প্রতিষ্ঠিত রতনপুর প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষাজীবন শুরু। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৪ সালে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন; যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৮ সালে অর্থনীতি ও রাজনৈতিক অর্থনীতি বিষয়ে দু'টো এম.এ ডিগ্রি এবং ১৯৭৯ সালে কস্ট-বেনিফিট অ্যানালাইসেস বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনের শুরুতে ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ১৯৬৪-৬৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

ছিলেন। ১৯৬৬ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানের সিএসপি ক্যাডারে যোগদান করেন। ১৯৯৮-২০০১ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর হিসেবে অনেক সংস্কারমূলক কাজ করেন। যেমন ঋণখেলাপিকে সামাজিক সন্ত্রাসী হিসেবে ঘোষণা করে শক্তিধর ৫৭ জন ঋণখেলাপীকে শাস্তি প্রদান, মানি লন্ডারিং এর অপকর্মে জড়িত বিদেশিসহ শীর্ষস্থানীয় ৩৭জন ব্যাংক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি। ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)র প্রথমে উপ-আবাসিক প্রতিনিধি ও পরবর্তীতে আবাসিক প্রতিনিধি থাকার সময় মাথাপিছু আয়ের বদলে টেকসই মানব উন্নয়ন সূচকের মাপকাঠি হিসেবে রিচার্ড জলি ও ড. মাহাবুবুল হক প্রণীত হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স (এইচডিআই) নামে উন্নয়নের মান মাপের বিকল্প পন্থার উদ্ভব প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের 'গণতন্ত্রের পথেই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি' (২০০৫) এবং 'প্রথম দর্শনে বঙ্গবন্ধু' (২০০৯) নামে দুটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। কবি সরোজিনি নাইডু স্বর্ণপদক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক পুরস্কার ও সিলেট রত্ন পদক লাভ করেছেন ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন।

২০১২ ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী

জামিলুর রেজা চৌধুরী ১৯৪২ সালের ১৫ নভেম্বর সিলেটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা আবিদ রেজা চৌধুরী ও মা হায়াতুন নেছা।

তিনি ১৯৬৩ সালে ঢাকার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী

থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (পুরকৌশল)-এ বি.এসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব সাউদাম্পটন থেকে এম.এসসি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ১৯৬৮ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁকে ১৯৭৪ সালে 'কমনওয়েল্থ এ্যাকাডেমিক স্টাফ ফেলোশিপ' দেয়া হয়; যুক্তরাজ্যের 'ইউনিভার্সিটি অব সারে'তে তিনি এক বছর ভিজিটিং সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে গবেষণা করেন। ২০১০ সালের ১০ অক্টোবর যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি প্রফেসর ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীকে সম্মানসূচক ডক্টর অব ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি প্রদান করে। তিনি বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রথম ব্যক্তি যিনি যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ সম্মান অর্জন করেছেন।

প্রফেসর ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী ১৯৬৩

সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (পুরকৌশল) বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন এবং ১৯৭৬ সালে একই বিভাগে অধ্যাপক হন। ২০০১ সালের মার্চ মাসে তিনি প্রথম উপাচার্য হিসেবে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং দীর্ঘ ৯ বছর কর্তব্য পালনের পর অব্যাহতি নেন।

উঁচু ইমারত, কম-খরচে গৃহ নির্মাণ, ভূমিকম্প নিরোধক নকশা, সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলা সংক্রান্ত মহাপরিকল্পনা, কাঠামোগত উন্নয়ন, কম্পিউটারাইজেশন ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে এবং সম্মেলন সংক্রান্ত প্রকাশনায় তাঁর ৬৫টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন।

প্রত্যন্ত এলাকা জকিগঞ্জ ও কানাইঘাট উপজেলার দুটি ইউনিয়নে প্রাথমিকভাবে শিক্ষা উন্নয়নের কার্যক্রম শুরু করেন। শিক্ষাঙ্গনে সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলার মান উন্নয়নে ট্রাস্ট উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। তাঁর একক আর্থিক অনুদানে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো হলো:

ওয়াজেদ আলী মজুমদার মাধ্যমিক বিদ্যালয়; ইমদাদ মজুমদার বিদ্যানিকেতন; হাফিজ মজুমদার বিদ্যানিকেতন; শায়লা স্মৃতি হাসপাতাল; সাজ্জাদ মজুমদার বিদ্যানিকেতন; হাফিজা মজুমদার মহিলা ডিগ্রি কলেজ; এম. আর মজুমদার বিদ্যানিকেতন। তাঁর স্বপ্নের সোনালী ফসল স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'স্কলার্সহোম। সেবার মহান আদর্শ নিয়ে স্থাপিত হয়েছে সিলেট শহরে আধুনিক হাসপাতাল 'লায়ন চিলড্রেন হাসপাতাল'।

হাফিজ আহমদ মজুমদার

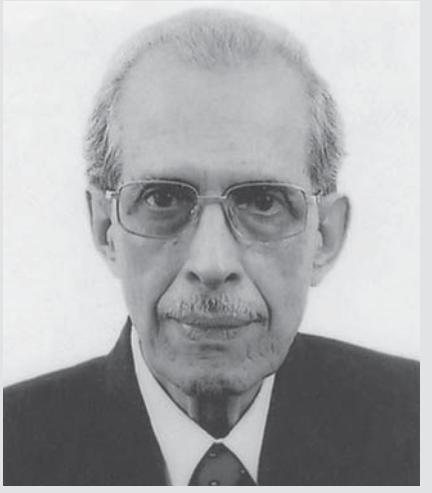

ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিক

২০১১ হাফিজ আহমদ মজুমদার

হাফিজ আহমদ মজুমদার বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী, সমাজসেবী, সফল ব্যবসায়ী ও নিবেদিতপ্রাণ রাজনীতিবিদ। হাফিজ আহমদ মজুমদার ১৯৩৩ সালের ২৯ মার্চ করিমগঞ্জের নওজিস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আলহাজ্ব ইমদাদুর রহমান মজুমদার ও মাতা রহিমুন্নেসা মজুমদার।

দেশের পোশাক শিল্পে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে বিদেশে বাংলাদেশী পোশাক রফতানীতে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর সুদক্ষ তত্ত্বাবধানে এক সময়ের জরাজীর্ণ বৃন্দাবন টি এস্টেট উন্নত চা-বাগানে রূপান্তরিত হয়।

১৯৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি একক আর্থিক অনুদানে 'হাফিজ মজুমদার শিক্ষা ট্রাস্ট' গঠন করেন। এই ট্রাস্টের মাধ্যমে

২০১০ ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিক

জাতীয় অধ্যাপক বিগ্রেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিক ১৯২৯ সালের ১ ডিসেম্বর সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমায় জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা থেকে এমবিবিএস পাশ করার পর যুক্তরাজ্য থেকে এমআরসিপি, গ্লাসগো থেকে এফআরসিপি এবং ইউএসএ থেকে এফসিসিপি করেন। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান আর্মি মেডিকেল কোরে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত তিনি পাকিস্তান মিলিটারি হাসপাতালের বিভিন্ন মেডিকেল ইউনিটে চাকরি করেন।

১৯৬৬ সালে রাওয়ালপিন্ডির মিলিটারি হসপিটাল এন্ড আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজে মেডিসিন এন্ড কার্ডিওলজি বিভাগে কার্ডিওলজিস্ট হিসেবে যোগদান করেন। রাওয়ালপিন্ডি মিলিটারি হাসপাতালের কার্ডিয়াক সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা তিনি। ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে এখানেই তদানিন্তন পাকিস্তানে প্রথম ওপেন হার্ট সার্জারী করা হয়। তিনি বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত প্রথম হৃদরোগ চিকিৎসা কেন্দ্র ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিসেস, ঢাকা-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে ১৯৭৮ সালের জুলাই থেকে ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এই হাসপাতালে বাংলাদেশে প্রথম ১৯৮২ সালে ওপেন হার্ট সার্জারী করা হয় এবং আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থাসহ এমডি (কার্ডিওলজি), এমএস (কার্ডিওথেরাসিক সার্জারী), ডি কার্ড ইত্যাদি কোর্স চালু করা হয়। অধ্যাপক মালিক বাংলাদেশ কার্ডিয়াক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ২০০৫ সাল পর্যন্ত।

তিনি ২০০১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি 'আলোর পথে' ও 'জীবনের কিছু কথা' শীর্ষক দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। ২০০৬ সালে মনোনীত হন জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে।

২০০৯ খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ ১৯৪১ সালের ৪ জুলাই গোপালগঞ্জ শহরের 'খোন্দকার মঞ্জিলে' জন্মগ্রহণ করেন। পিতা খোন্দকার আহ্ছনউদ্দিন আহমদ ও মাতা মরহুমা আশরাফুন্নেসা বিলকিস। গোপালগঞ্জ এ,এম মডেল হাই স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নবস্থাপিত ইনস্টিটিউট অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ) থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯৬৩ সালে করাচীতে তৎকালীন হাবীব ব্যাংকে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। তিনি অগ্রণী ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক এবং পূবালী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর ২০০০ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি বাংলাদেশের ব্যাংকিং জগতে একজন পথিকৃৎ প্রশিক্ষক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্যোগে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) প্রতিষ্ঠিত হলে, তিনি প্রথম অনুষদ সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংকের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় তিনি সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেন।

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ

ভেলরী এ্যান টেলর

কাজী ফজলুর রহমান

১৯৫৬ সালের ৫ অক্টোবর গঠিত জাতীয় শিশু সংগঠন কচি-কাঁচার মেলার কেন্দ্রীয় কমিটির শিশু-আহ্বায়ক নির্বাচিত হন ১৯৫৭ সালে। কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলার প্রধান নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ২০০০ সালে।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে 'কিছু স্মৃতি, কিছু কথা', 'ফিরতে হবে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে', 'ব্যাংকিং সংস্কার ও ব্যবস্থাপনা'।

২০০৮ ভেলরী এ্যান টেলর

ভেলরি এ্যান টেলর যুক্তরাজ্যের কেন্ট-এর ব্রুমলি-তে ১৯৪৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা-বাবার নাম ম্যারী টেলর ও উইলিয়াম টেলর। তাঁর শৈশব কেটেছে স্টোক ম্যান্ডেভিলস্থ ন্যাশনাল স্পাইনাল ইঞ্জুরিজ সেন্টারের কাছে। প্রতিবন্ধিতার কারণে মানুষ কতোটা অসহায় হয়ে ওঠে, তা ঐ কিশোর বয়সেই তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে চন্দ্রঘোনার খৃস্টান হাসপাতালে একজন ফিজিওথেরাপিস্ট হিসেবে যোগদানের সুবাদে তিনি ১৯৬৯ সালে এদেশে আসেন। বাংলাদেশের পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনসহ প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্যে কিছু একটা করা প্রয়োজন বলে উপলব্ধি করেন ভেলরী এ্যান টেইলর। এ চিন্তার বাস্তবায়নে ১৯৭৩ সালে তিনি জন্মভূমি যুক্তরাজ্যে গিয়ে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করেন। ফিরে আসেন ১৯৭৫ সালে। তারপর শুরু হয় পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ। ১৯৭৯ সালে মাত্র চারজন রোগী নিয়ে যাত্রা শুরু করে সিআরপি। এ সময় ভেলরী ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। এ হাসপাতালের দু'টি স্টোর রুমেই মেরুদণ্ডে আঘাতপ্রাপ্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেয়ার মাধ্যমে সিআরপি-র যাত্রা শুরু।

১৯৯০ সালে সাভারে প্রতিষ্ঠা পায় সিআরপি'র প্রধান কার্যালয়। ভেলরী এ্যান টেইলরকে বৃটেনের রানী এলিজাবেথ অর্ডার অব দি বৃটিশ এ্যাম্পায়ার (OBE) সম্মানে সম্মানিত করেন ১৯৯৫ সালে। ১৯৯৬ সালে আর্থার ইয়ার ব্রুক গোল্ড মেডেল দেয়া হয় তাঁকে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি ভেলরী এ্যান টেইলর-এর সহমর্মিতা আর বাংলাদেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসার কারণে ১৯৯৮ সালে তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেয়া হয়। এরপর ২০০৪ সালে তাঁকে দেয়া হয় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পদক স্বাধীনতা পুরস্কার।

২০০৭ কাজী ফজলুর রহমান

কাজী ফজলুর রহমানের জন্ম ১৯৩১ সালের ৮ অক্টোবর। তিনি বাংলাদেশের গুণী সরকারি কর্মকর্তাদের একজন। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান সেন্ট্রাল সার্ভিস কমিশন (সিএসপি) পরীক্ষায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সম্মিলিতভাবে প্রথম হন। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে রয়েছে সব পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি পাওয়ার গৌরব। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতক (১৯৫২) ও স্নাতকোত্তর (১৯৫৩) উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। দেশের বাইরে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস, অক্সফোর্ড ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। সচিব হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ছিলেন। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে কৃষি এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ: আমলার দিনলিপি (৫ খণ্ড), দিনলিপি একাত্তর, ষোলই ডিসেম্বর ও মুক্তিযুদ্ধের গল্প, কিশোর মক্তিযোদ্ধা মানিক, শিকড়, সেই ধাবমান কাল, কালস্রোত, দর্পণে প্রতিবিম্ব, বিশ্বাসঘাতক, খাঁচায়, যাত্রী।

২০০৬ এম সাহাবুদ্দিন আহমেদ

এম. সাহাবুদ্দিন আহমেদ সেবা ও মানবিক কর্মকাণ্ডে একজন প্রথম সারির মানুষ। তিনি

এম সাহাবুদ্দিন আহমেদ

ডাচ-বাংলা ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। ব্যাংকের মুনাফার আড়াই শতাংশ ডাচ-বাংলা

ফাউন্ডেশনের তহবিলে জমা করা হয় সামাজিক সেবামূলক কাজে ব্যবহারের জন্য। এ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা এবং বই কেনার জন্য বছরে এককালীন পাঁচ হাজার টাকা অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তারই উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয় পনের লক্ষ টাকা ব্যয়ে। ফাউণ্ডেশনের তরফ থেকে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ২৫টি হুইল চেয়ার দান করা হয়েছে। বিভিন্ন সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের জন্য সামগ্রী ও অর্থ নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে এ ফাউন্ডেশন। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও মানবিক সেবা প্রদানের এক প্রশংসনীয় উদ্যোগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি। সামাজিক সচেতনতা ও বহুমাত্রিক কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলেছেন নেপথ্যের কুশিলব হিসেবে।

২০০৫ ড. এম এইচ খান

ড. এম এইচ খান ১৯৩৩ সালে মুন্সিগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুদীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে বুয়েটে বিভিন্ন পদমর্যাদায় কর্মরত ছিলেন। বুয়েটের উপাচার্য পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর ১৯৯৫ সালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠিত দেশের প্রথম বেসরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০০৭ সালে এই পদ থেকে অবসর নেন। শিক্ষকতা ও শিক্ষা প্রশাসনের পাশাপাশি তিনি দেশ বিদেশের বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। দেশের প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষার উন্নয়ন ও বিস্তারে এবং সমাজসেবায় তার রয়েছে মূল্যবান অবদান। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং এর ক্রয় ও সংগ্রহ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেন।

২০০৪ ড. শমশের আলী

প্রফেসর ড. এম. শমশের আলী ১৯৪০ সালে কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আমীর আলী ও মাতার নাম রহিমা খাতুন। ১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে বি এসসি (অনার্স) এবং ১৯৬০ সালে এম এসসি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৫ সালে যুক্তরাজ্যের মানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Theoretical Nuclear Physics বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ড. আলী ১৯৬১ সালে আণবিক শক্তি কমিশনে সায়েন্টিফিক অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৮২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। লিয়েন নিয়ে তিনি ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ছিলেন।

তিনি বিশ্বপর্যায়ে সমাদৃত কয়েকটি গ্রন্থ সম্মিলিতভাবে রচনা করেছেন, যার মধ্যে আছে- Scientific Indications in Holy Quran, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মুসলমানদের অবদান এবং Brain Twister: Delightful Mathematics।

১৯৭৪ সালে Nuclear Physics-এ বিশেষ অবদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে হরিপ্রসন্ন রায় স্বর্ণপদক প্রদান করে। জনগণের মধ্যে বিজ্ঞান জনপ্রিয় করার জন্যে ইটালীয় Third World Network of Scientific Organization (TWNSO) কর্তৃক তিনি বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমী তাঁকে একাডেমী স্বর্ণপদক প্রদান করে। এছাড়াও তিনি জগদীশচন্দ্র বসু স্বর্ণপদক, আকরাম খাঁ স্বর্ণপদক, মাদার তেরেসা স্বর্ণপদক ও ভাসানী স্বর্ণপদক লাভ করেছেন।

২০০৩ ড. ফসিহ্ উদ্দিন মাহ্তাব

ড. ফসিহ্ উদ্দিন মাহ্তাব ১৯৩৬ সালের ১২ জুলাই পিতার তৎকালীন কর্মস্থল নেত্রকোণা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস চাপাইনবাবগঞ্জ। তাঁর পিতা মাহ্তাবউদ্দিন সরকার। তিনি আহ্ছানউল্লা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়-বুয়েট) থেকে ১৯৫৮ সালে বি এস-সি (মেক্যানিকাল) ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৬০ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি তৎকালীন বিওসি-র বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যান এবং ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজ অব টেকনোলজি (বর্তমানে ম্যাঞ্চেষ্টার ইউনির্ভাসিটি)-তে এম.এস-সি কোর্সে ভর্তি হন। ১৯৬৩ সালের জুন মাসে পিএইচ-ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৬৯ সালে তিনি যৌথভাবে 'প্রকৌশলী সংসদ লিঃ' নামে একটি 'কন্সালটেন্সি ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই ফার্মের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে বন্যানিয়ন্ত্রণ, কৃষি, শিক্ষা,

ড. এম এইচ খান

ড. শমশের আলী

ড. ফসিহ্ উদ্দিন মাহ্তাব

শহর পরিকল্পনা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরীবীক্ষণে সরকার ও বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে কারিগরি সহায়তা প্রদান শুরু করেন।

১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত তিনি প্রথমে রাষ্ট্রপতির উপ-উপদেষ্টা এবং পরে পর্যায়ক্রমে কৃষি প্রতিমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

ডায়াবেটিক সমিতির প্রাথমিক পর্যায় থেকেই ড. মাহ্তাব এর সংগে সম্পৃক্ত ছিলেন। বারডেম প্রকল্পের প্রাথমিক ধারণা থেকে প্রকল্প প্রণয়ন ও স্থাপত্য নক্শার অনেক কিছুই তাঁর অধীনে বা তাঁকে সম্পৃক্ত করে সম্পাদিত হয়েছে। ১৯৯২ সাল থেকে ড. মাহ্তাব প্রায় পাঁচ বছর বারডেমের মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি আমাদের দেশের উপযোগী একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন।

ড. সিরাজুল হক

২০০২ ড. সিরাজুল হক

শিক্ষাবিদ ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় সুপন্ডিত ড. সিরাজুল হক-১৯০৫ সালের ১ এপ্রিল লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ থানার ভোলাকোট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মৌলবী হামিদুল্লাহ। তিনি ১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে অনার্স এবং পরবর্তী বছর এম. এ ডিগ্রি লাভ করেন। পরে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে ফারসীতেও তিনি এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে ড. সিরাজুল হক ইউনির্ভাসিটি অব লন্ডন থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯২৮ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এবং দুইবার কলা অনুষদের ডীন ছিলেন। কিছুকাল সহকারী প্রক্টর এবং প্রক্টরের দায়িত্বও তিনি পালন করেন। ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে তিনি আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর এমেরিটাস নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ দু'টি স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত হলে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর এমেরিটাস নিযুক্ত হন।

ড. সিরাজুল হক বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর অনেক গবেষণামূলক নিবন্ধ ও অভিসন্দর্ভ দেশ-বিদেশের জার্নালে ইংরেজী ও আরবী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ১৯৭৩ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি ফেলোশিপ, ১৯৮৩ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার, ১৯৮৫ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার এবং প্রফেসর সুকুমার সেন স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়েছেন।

ড. ওয়াহীদ উদ্দিন আহমেদ

২০০১ ড. ওয়াহীদ উদ্দিন আহমেদ

ড. ওয়াহীদ উদ্দিন আহমেদ ১৯২৩ সারের ১ অক্টোবর কুমিল্লা জেলায় (বর্তমানে চাঁদপুর) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৬ সালে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন এবং পরবর্তীকালে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া (বার্কলে) থেকে ১৯৫০ সালে একই বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি এবং ১৯৬২ সালে যুক্তরাজ্যের ইউনির্ভাসিটি অব ওয়েলস থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯৫১ সালে তদানিন্তন আহসানউল্লা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে (বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়) সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শিক্ষকতা করেন। ১৯৭৫ সালের ২৫ এপ্রিলে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েটের) উপাচার্য হিসেবে যোগ দেন এবং ১৯৮৩ সালের ২৫ এপ্রিল উক্ত পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

প্রফেসর আহমেদ ১৯৬৮-৭৪ সময়কালে চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ এবং রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বিভাগের পরিচালক হিসেবে নিযুক্তি পান।

প্রফেসর আহমেদ বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসেবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যেমন, কাউন্সিল অব দি এ্যাসোসিয়েশন অব কমনওয়েলথ্ ইউনিভার্সিটিস-এর সদস্য, এশিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি, ব্যাঙ্কক, থাইল্যান্ড-এর ট্রাস্টি, ন্যাশনাল এডুকেশনাল এনভাইরনমেন্ট কমিটি-এর চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর কো-অপারেশন উইথ ইউনেস্কো-এর সদস্য, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি-এর সদস্য, ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেশন ইন সাউথ এন্ড সেন্ট্রাল এশিয়া-এর চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজের বোর্ড অব গভর্নরস-এর সদস্য।

২০০০ জাতীয় অধ্যাপক মুহম্মদ শামসউল হক

মুহম্মদ শামসউল হক কলকাতা, ঢাকা ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। তিনি ইনস্টিটিউট অব এডভান্সড প্রজেক্ট, ইস্ট-ওয়েস্ট সেন্টার, হনলুলু-এর স্কলার-ইন রেসিডেন্স ছিলেন (১৯৬৪-৬৫); এছাড়া তিনি ফেলো, উড্রো উইলসন ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার পল স্কলারস স্মিথসনিয়ান ইনষ্টিটিউশন, ওয়াশিংটন ডিসি (১৯৭১-৭৩), চেয়ারম্যান, ন্যাশনাল কারিকুলাম কমিটি (১৯৭৫-৭৭), চেয়ারম্যান, প্ল্যানিং কমিটি অব দি সোস্যাল সাইন্স রিসার্চ কাউন্সিল (১৯৭৭-৮২), চেয়ারম্যান, ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর রিসার্চ অন হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট (১৯৭৭-৮৩), চেয়ারম্যান, ন্যাশনাল কমিটি অন এক্সামিনেশন রিফর্মস (১৯৮৫-৮৬), মেম্বার, ইউনেস্কো ইন্টারন্যাশনাল এক্সপার্ট কমিটি অন ফাউন্ডেশন অব পলিসি অব ট্রেনিং এব্রাড (প্যারিস, ১৯৭০), কমনওয়েলথ এডুকেশন কনফারেন্স

(নিউদিল্লী, ১৯৬২), লিডার অব ডেলিগেশন অব দি কমনওয়েলথ এডুকেশন কনফারেন্স (লাগোস, ১৯৬৮), লিডার অব ডি ডেলিগেশন টু টুয়েনটিফিফথ এ্যানিভারসারী অব ইকোসক জেনেভা, ১৯৭০) এন্ড ইউনেস্কো জেনারেল কনফারেন্স (প্যারিস, ১৯৭০) ছিলেন।

১৯৬০-এর দশকের প্রারম্ভে ডি.পি.আই পদে অধিষ্ঠিত হবার পর অধ্যাপক হক তদানিন্তন পূর্ব বাংলার শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এই পরিকল্পনার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল শিক্ষার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে গুণগতমানের উন্নয়ন। দেশের মন্ত্রী হিসেবে তিনি শিক্ষা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

অধ্যাপক মুহম্মদ শামসউল হক

১৯৯৯ বিচারপতি মোস্তাফা কামাল

মোস্তাফা কামাল নীলফামারী জেলার ডোমারে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সংগীত শিল্পী আব্বাসউদ্দিন আহমেদ । ১৯৪৮ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৯৫৪ সালে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স থেকে ১৯৫৮ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএসসি এবং ১৯৫৯ সালে লন্ডনে Hon'ble Society of Lioncoln's Inn-এর ব্যারিস্টার সনদ লাভ করেন।

বিচারপতি মোস্তাফা কামাল প্রায় ২১ বছরের বর্ণাঢ্য বিচারপতি জীবনে মাত্র ৭ মাস বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। এই সময়েই তিনি সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনকে পুরোপুরি ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অধস্তন আদালত থেকে উচ্চ আদালত পর্যন্ত সর্বত্র যাতে বিচারকার্যে গতি সঞ্চারিত হয় এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়, সে লক্ষ্যে তিনি বহুবিধ পদক্ষেপ নেন। নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং এদেশের বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার যৌথ কৌশল উদ্ভাবন করতে তিনি বেশ কয়েকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর মতে বিচারকরা যে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তা এসেছে বাংলাদেশের জনগণের কাছ থেকে যাঁরা বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার প্রকৃত মালিক। সুতরাং সরকারের অন্যান্য অঙ্গের মতো বিচার বিভাগ জনগণের কাছ থেকে লেজিটিমেট এক্সপেক্টেশনস বা যথাযথ প্রাপ্য প্রত্যাশার প্রতি উদাসীন থাকতে পারে না।

কামিনী কুমার দত্ত বক্তৃতামালা নিয়ে সংকলিত 'Bangladesh Constitution-Trends and Issues' তাঁর একটি মূল্যবান গ্রন্থ। এছাড়া তাঁর প্রকাশিত নিবন্ধ ও বক্তৃতার সংকলন 'আমার কিছু বলা' একটি আলোচিত গ্রন্থ। তিনি ২০১৫ সালের ৫ জানুয়ারি পরলোক গমন করেন।

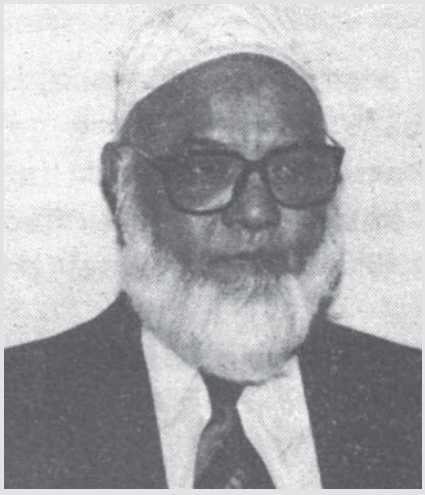

বিচারপতি মোস্তাফা কামাল

১৯৯৮ জাতীয় অধ্যাপক এম আর খান

জাতীয় অধ্যাপক ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. এম আর খান বাংলাদেশের শিশুচিকিৎসার পথিকৃৎ। তাঁর জন্ম ১৯২৮ সালের ১ আগস্ট সাতক্ষীরার রসুলপুরে। ১৯৫৩ সালে এমবিবিএস পাস করেন কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে। তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিটিএমঅ্যান্ডএইচ, এমআরসিপি, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিসিএইচ, ঢাকার পিজি থেকে এফসিপিএস, ইংল্যান্ড থেকে এফআরসিপি ডিগ্রি লাভ করেন।

এম আর খান পেনশনের টাকা দিয়ে গড়েন ডা. এম আর খান-আনোয়ারা ট্রাস্ট। দুস্থ মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা, তাদের আর্থিক-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এ ট্রাস্টের মাধ্যমে তিনি নিরন্তর কাজ করেছেন। তাঁর উদ্যোগে গড়ে উঠেছে জাতীয় পর্যায়ের শিশুস্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন। প্রতিষ্ঠা করেছেন শিশুস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল। গড়ে তুলেছেন সাতক্ষীরা শিশু হাসপাতাল, যশোর শিশু হাসপাতাল, সাতক্ষীরা ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, রসুলপুর উচ্চবিদ্যালয়, উত্তরা উইমেন্স মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা সেন্ট্রাল হাসপাতাল, নিবেদিতা নার্সিং হোমসহ আরও বহু প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া তিনি দেশ থেকে পোলিও দূর করতে উদ্যোগী ভূমিকা রেখেছেন, কাজ করেছেন ধূমপানবিরোধী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠান 'আধূনিক'-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে।

তিনি আন্তর্জাতিক ম্যানিলা অ্যাওয়ার্ড, একুশে পদকসহ আরও অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। অধ্যাপক এম আর খান ২০১৬ সালের ৫ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

অধ্যাপক এম আর খান

১৯৯৭ আজিজুল হক

আজিজুল হক ১৯২৩ সালে কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ ও এল.এল.বি এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমপিএ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৪ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু। ১৯৪৫ সালে তিনি বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট-এ যোগ দেন। ১৯৪৭-৬৮ সময়ে তিনি তদানিন্তন সরকারের

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে তিনি চেয়ারম্যান, ইপিএসআই; ডিরেক্টর, ইপিআইডিসি এবং ১৯৬৯-৭৩ পর্যন্ত বার্ড-এর ডিরেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ১৯৭৪-৭৬ ইউনিসেফ-এর বিশেষ কনসালটেন্ট, বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা/মন্ত্রী (১৯৬৯-৭৯) এবং ১৯৭৯-৮৪ পর্যন্ত সিরডাপ-এর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সীমিত পরিমাণ বিনোদন কার্যক্রমের সঙ্গে সেবামূলক কার্যক্রম যথা শিশু শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার জনগণের সহায়তা ইত্যাদি কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

আজিজুল হক সমাজ কল্যাণমূলক নানাবিধ কার্যক্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।

আজিজুল হক

এর মধ্যে বয়স্কাউট কমিশনার; ন্যাশনাল কাউন্সিল ও বারডেম-এর ভাইস প্রিন্সিপাল; বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর দি এজেড্ এর সভাপতি, ইসি মেম্বার, বাংলাদেশ ফ্যামিলি প্ল্যানিং; চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং এশিয়ান ইন্সটিটিউট ফর রুর‍্যাল ডেভলপমেন্ট, ব্যাংগালোর, ইন্ডিয়া'র মেম্বার ছিলেন। তিনি The Human Development Foundation-এর সঙ্গেও জড়িত ছিলেন।

১৯৯০ অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহম্মদ আজরফ

বহু গ্রন্থ প্রণেতা, শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও সাংবাদিক হিসেবে খ্যাত জাতীয় অধ্যাপক অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহম্মদ আজরফ ১৯০৬ সালের ২৫ অক্টোবরে সুনামগঞ্জ জেলার তেঘরিয়া গ্রামে তার নানা মরমি কবি হাসান রাজার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দেওয়ান মোহাম্মদ আসফ। মাতার নাম রওশন হুসেইন বানু। (হাসান রাজার জ্যেষ্ঠা কন্যা)। ১৯৩২ সালে তিনি দর্শন শাস্ত্রে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে মুহাম্মদ নূরুল হক ও অন্যান্যদের সহযোগিতায় তিনি সিলেটে 'কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ' গঠন করেন এবং ১৯৪০-৪৩ সালে এ প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সুনামগঞ্জ কলেজের লজিকের প্রভাষক নিযুক্ত হন। ১৯৪৯ সালে ভাইস প্রিন্সিপাল ও ৫৪ সালে অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহম্মদ আজরফ

১৯৫৯ ও ১৯৬৫ সালে তিনি পাকিস্তান দার্শনিক কংগ্রেসের ধর্ম ও দর্শন শাখায় সভাপতিত্ব করেন। পরবর্তীকালে তিনি পাকিস্তান দার্শনিক কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ ও ১৯৭০ সালে সভাপতি নির্বাচিত হন। স্বাধীনতা লাভের পর তিনি বাংলাদেশ দর্শন সমিতির সহ-সভাপতি এবং ১৯৮৪ সালে সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ে ৬৫টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। কয়েকটি হলো: তমদ্দুনের বিকাশ; সত্যের সৈনিক আবুজর; ইতিহাসের ধারা; ব্যাকগ্রাউন্ড অব দি কালচার অব বেঙ্গল; ফিলজফী অব হিস্টরি; ধর্ম ও দর্শন; দর্শনের নানা প্রসঙ্গ; ইসলাম ও মানবতাবাদ; মরমী কবি হাসন রাজা।

১৯৯৩ সালে সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। ১৯৯৯ সালের ১ নভেম্বর তিনি ঢাকায় ইন্তিকাল করেন।

১৯৮৯ অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান

সৈয়দ আলী আহসান কৃত বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের ইংরেজি অনুবাদ সরকারি ভাষান্তর হিসেবে স্বীকৃত।

শিক্ষাবিদ, কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক, সম্পাদক, অনুবাদক ও জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান ১৯২২ সালের ২৬ মার্চ বর্তমান মাগুরা জেলার আলোকদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে ১৯৪৪ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি কলকাতা চলে যান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি বিশ্ববিদ্যালয়, ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি বাংলা একাডেমীর পরিচালক, জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান

১৯৭৭-৭৮ সালে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা ছিলেন। সুইডেনের নোবেল কমিটির সাহিত্য শাখার উপদেষ্টা হিসেবেও কাজ করেন ১৯৭৬ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত। ১৯৮৯ সালে তিনি জাতীয় অধ্যাপক এবং সে বছরই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। শেষ বয়সে দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৯৭১ সালে তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক এবং "চেনাকণ্ঠ" ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন।

তিনি ২৫ জুলাই, ২০০২ মৃত্যুবরণ করেন।

১৯৮৮ এস এম আল হোসায়নী

শাহ মোহাম্মদ আল হোসায়নী (এস এম আল হোসায়নী নামে সমধিক পরিচিত) জন্মগ্রহণ

করেন ১৯৩০ সালে। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষা শেষ করে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য লন্ডনে যান। সেখানে শিক্ষা শেষে কিছুদিন বিশ্ব ব্যাংকে চাকরি করার পর পাকিস্তান সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিসে (সিএসপি) যোগ দেন। চাকরির সুবাদে চট্টগ্রামের কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ ছাড়াও সমগ্র চট্টগ্রাম শহরে বিদ্যুতায়নের জন্য তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছেন। ১৯৭২ সালের ১৪ জানুয়ারি তিনি সরকারের সচিব নিযুক্ত হন। তিনি জ্বালানি সচিবসহ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষের সময় দেশের মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করার উদ্দেশ্যে স্বনির্ভর আন্দোলন গড়ে তোলেন। সরকার পরিবর্তন হওয়ার কারণে এই কর্মসূচিটি বাতিল হয়ে যায়। হতাশ না হয়ে পরবর্তি পর্যায়ে সতীর্থ কয়েকজনকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন স্বনির্ভর বাংলাদেশ নামে একটি সংগঠন। যার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম চালানো হয়।

এস এম আল হোসায়নী

১৯৮৭ ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম

১৯১১ সালের ১ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর ইউনিয়নের খাঁড়োরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শেখ মৌলভী মুহম্মদ কিসমতুল্লাহ এবং মায়ের নাম আজিম-উন-নিসা বিবি। গ্রামের মধ্য বাংলা স্কুলে তার লেখাপড়ার হাতেখড়ি। কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯৩৮ সালে ডাক্তারি পাস করেন।

ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম কর্মজীবনের পুরো সময় তিনি জনহিতকর কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। দেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় তার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ডায়াবেটিক সমিতি।

ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম চিকিৎসাবিদ্যা পাস করে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কলকাতা মেডিকেল কলেজে রেসিডেন্ট ফিজিশিয়ান হিসেবে কাজ করেন। দেশ বিভাগের পর বাংলাদেশে চলে আসেন এবং চট্টগ্রামে সিভিল সার্জন হিসেবে যোগ দেন। ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম ১৯৫৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি কয়েকজন চিকিৎসক ও সমাজসেবীর সহায়তায় ঢাকার সেগুন বাগিচায় ডায়াবেটিক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৫ সালে ডায়াবেটিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন যা বর্তমানে বারডেম হাসপাতাল নামে পরিচিত।

১৯৮৪ সালে তিনি জাতীয় অধ্যাপকের মর্যাদায় ভূষিত হন। বাংলাদেশে তিনিই প্রথম চিকিৎসাবিদ যিনি এ মর্যাদা পান। ১৯৮৫ সালে বাংলা একাডেমির ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৮৯ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন স্বর্ণপদক এবং ১৯৯১ সালে মওলানা আকরম খাঁ স্মারক স্বর্ণপদক লাভ করেন।

ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম ১৯৮৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম

১৯৮৬ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান

মো. ফেরদৌস খান ১৯১৯ সালে ২০ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের পাঠানটুলিতে 'পাঠান মঞ্জিলে' জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ আমানত খান। তিনি তদানীন্তন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (এম.এল.সি) ছিলেন। মাতা নাসিমা খাতুন। ফেরদৌস খান পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্কুলে প্রাইমারী শিক্ষা শুরু করেন।

১৯৪৮ সালে London Institute of Education থেকে K M.A. in Education ডিগ্রি লাভ করেন। কৃতিত্বপূর্ণ শিক্ষা জীবনে তিনি দেশ বিদেশের প্রখ্যাত শিক্ষকদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন। বিশেষ করে যে দু'জন খ্যাতিমান শিক্ষকের প্রভাব তাঁর জীবনে সবচেয়ে বেশি তাঁরা হলেন চট্টগ্রাম কলেজের বাংলার অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

বাংলাদেশের সাক্ষরতা ও গণশিক্ষা আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

ফেরদৌস খান ৬৪টি গ্রন্থ রচনা করেছেন, উলেখযোগ্য কয়েকটি হলো- সাক্ষরতার আর্তনাদ, Islam A Perfect Religion, আমি বৃদ্ধ আমি সুন্দর, দ্যুতিময় এই শব্দগুলো, শিশু, Research in Educational Problems, শিক্ষা ভাষা বিজ্ঞান ও ধর্ম, বৃক্ষ বন্দনা, জীবনের ঘাটে ঘাটে।

ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে তিনি পরে কলেজে অধ্যাপনা, শিক্ষা বিভাগে ডিপিআই হিসেবে ও শিক্ষা পরিকল্পনা ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন এবং ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সরকারের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিভাগে দায়িত্ব পালন করেছেন।

৩০ মার্চ ২০১৬ তিনি পরলোক গমন করেন ৯৭ বছর বয়সে। ◆

মোহাম্মদ ফেরদৌস খান

শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে নতুন প্রজন্মকে দারিদ্রমুক্ত, নিরক্ষরতামুক্ত এবং দুর্নীতিমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে গড়ে তোলা

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নবম সমাবর্তন

গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব নয় -শিক্ষামন্ত্রী

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান কাজী রফিকুল আলম বলেন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি। তিনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদে আসীন মানবতাবাদী এক মহান শিক্ষাবিদ। তাঁর মূল্যবোধ, সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠাকে ধারণ করে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (এইউএসটি)-এর ৯ম সমাবর্তন হয়ে গেল ৭ নভেম্বর। এবার প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। আর সমাবর্তন বক্তা হিসেবে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনা তুলে ধরেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মান্নান। মন্ত্রী বলেন, শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে নতুন প্রজন্মকে দারিদ্রমুক্ত, নিরক্ষরতামুক্ত এবং দুর্নীতিমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে গড়ে তোলা। তবে গতানুগতিক প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় সেটা সম্ভব নয়।

সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারী গ্র্যাজুয়েটদের উদ্দেশে প্রধান অতিথি আরো বলেন, আজ যারা গ্র্যাজুয়েশান ডিগ্রি লাভ করছেন তারা আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

রাজধানীর শের-ই-বাংলা নগরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা প্রাঙ্গনে এই সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। সমাবর্তন উপলক্ষে মেলা প্রাঙ্গন সাজানো হয় মনোরম সাজে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১৫শ' স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থী এতে অংশ নেন। সকাল থেকে তাদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে প্রাঙ্গন। কালো গাউন পরে তারা সমাবর্তন স্থলে আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করেন। এসময় ছবি তোলা, বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা, হৈচৈ ও কোলাহলে মেতে থাকেন সবাই।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ এবং আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামকে সফল করে তুলতে নতুন প্রজন্মকে প্রধান ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন,

এ শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন করে নতুন প্রজন্মকে আধুনিক যুগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিশ্বমানের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এবং নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতির ইতিহাসে এই প্রথম সকল মহলের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করে রচিত 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' সমগ্র জাতির সমর্থন লাভ করেছে। তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যা বর্তমান যুগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

রাজধানীর শের-ই-বাংলা নগরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা প্রাঙ্গনে এই সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। সমাবর্তনের বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মান্নান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান কাজী রফিকুল আলম, ভিসি অধ্যাপক ড. এএমএম শফিউল্লা এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. কাজী শরীফুল আলম। এ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়টির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, বিভিন্ন অনুষদের ডীনবৃন্দ, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ এবং শিক্ষক-কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সমাবর্তন বক্তা অধ্যাপক আব্দুল মান্নান বলেন, জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা আমাদের জন্য, এমনকি সারা বিশ্বের জন্য অভিশাপ। এসবের সঙ্গে যারা জড়িত হচ্ছে তারা শুধু নিজেরাই ধ্বংস হচ্ছে না, বরং তারা দেশের ভবিষ্যৎ চালিকাশক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোমলপ্রাণ শিক্ষার্থীদের প্ররোচিত করছে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান কাজী রফিকুল আলম বলেন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি। তিনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদে আসীন মানবতাবাদী এক মহান শিক্ষাবিদ। তাঁর মূল্যবোধ, সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠাকে ধারণ করে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। তিনি আরো বলেন, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ব্রিটিশ আমলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যে কমিটি হয়েছিল, তাতে তিনি ছিলেন একমাত্র মুসলমান প্রতিনিধি। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন দুই ডজনেরও বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ছাত্রাবাস। সে সময় তার প্রতিষ্ঠিত মখদমী লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হতো নবীণ-তরুণ মুসলমান লেখকের বই। বিষাদসিন্ধু বইটিও তার ছাপাখানা থেকেই প্রকাশিত হয়।

প্রায় ১৫শ' স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থী সমাবর্তনে অংশ নেন

সকাল থেকে শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে সমাবর্তন প্রাঙ্গণ

তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই এবং তার রেখে যাওয়া আদর্শ ও মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৯৪ সালে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়।

সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে কাজী রফিকুল আলম বলেন, ভোগ-বিলাস, অর্থ-বিত্ত মহৎ জীবনের মাপকাঠি নয়। জীবনকে ভোগ করতে হলে অন্যের জন্য কিছু করতে হবে। মনে রাখবে, নিজের জন্য কিছু করে যেটুকু আনন্দ পাওয়া যায়, তার চেয়ে শতগুণ বেশি আনন্দ পাওয়া যায় অন্যের জন্য কিছু করে। একজন মানুষকে বিপদে সাহায্য করে দেখ, তার মুখের হাসি তোমাকে কত তৃপ্তি দেয়। লক্ষ্য রাখবে, তোমাদের কথায়, আচরণে, ব্যবহারে কেউ যেন কষ্ট না পায়। কারণ তুমি যদি অন্যকে সম্মান করতে না শেখ, অন্যেরা তোমাকে সম্মান করবে না।

বিশেষ অতিথি আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এমএম শফিউল্লা বলেন, তোমাদের সামনে রয়েছে বাস্তব জীবনের চ্যালেঞ্জ। প্রতিটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন হবে তোমাদের প্রাপ্ত শিক্ষার সঠিক প্রয়োগ। তবে আজকের এ জ্ঞান বিস্ফোরণের যুগে তোমরা যা শিখেছ তা অল্প দিনের মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন এমনকি বাতিল হয়ে যেতে পারে নতুন জ্ঞানের ভীড়ে। এ শতাব্দীতে প্রযুক্তির এত দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে যে নতুন নতুন পদ্ধতি, প্রকরণ ও প্রকল্পের আত্মীকরণে কোনো যতি টানা যাবে না। যতি টানলে শুধু পিছিয়ে পড়বে, আর এগুতে পারবে না। জ্ঞান অর্জনের জন্য ব্যবহার করতে হবে উন্নত তথ্য প্রযুক্তি।

বিশেষ অতিথি আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. কাজী শরীফুল আলম সততা ও নিষ্ঠার সাথে জীবন যাপনের জন্য শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দেন।

এদিকে, সমাবর্তন উপলক্ষে মেলা প্রাঙ্গনে সাজানো হয় মনোরম সাজে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১৫শ' স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থী এতে অংশ নেন। সকাল থেকে তাদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে। কালো গাউন পরে তারা সমাবর্তন স্থলে আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করে। এসময় ছবি তোলা, বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা, হৈচৈ ও কোলাহলে মেতে থাকেন সবাই। এবারের সমাবর্তনে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক লাভ করেন বিশ্ববিদ্যালটির দুইজন কৃতী ছাত্র। তারা হলেন- ট্রিপল-ই বিভাগের (স্প্রীং-২০১৫) ছাত্র এসএম মিফতাহুল ইসলাম এবং টেক্সটাইল বিভাগের (ফল-২০১৫) ছাত্র বর্ষন রায়। ◆

সহজ ভাষার আলাপ

চিন্ময় মুৎসুদ্দী

মিডিয়া জগতে একটানা ২৫ বছর টিকে থাকা একটি বড় ঘটনা। আর উন্নয়ন মিডিয়া বা ডেভেলপমেন্ট মিডিয়ায় এ ঘটনাকে বিপ্লব বলা যেতে পারে। আর সে বিপ্লব ঘটিয়েছে আলাপ। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মাসিক এ পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে **১৯৯১** সাল থেকে। পড়ালেখা কম জানে এমন মানুষদের পড়ার দক্ষতা বাড়ানোর জন্য পত্রিকাটি প্রকাশ করা হয়। এটি সহজ ভাষার পত্রিকা এবং এক ধরনের অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ হিসেবেও চিহ্নিত। বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদে মানুষকে সাক্ষর করার নানামুখী উদ্যোগের মধ্যে ছিল- পড়া, লেখা ও হিসাব চর্চা। পাশাপাশি জীবনের জন্য দরকারি বিষয়ে সচেতনতা। যেমন- কৃষি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা, আয়বৃদ্ধি, একতা ও অধিকার এবং সংগঠন নির্মাণ ইত্যাদি। অর্থাৎ মানুষকে তার জীবন ও চারপাশ সম্পর্কে বিশ্লেষণের ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করার একটি বিশেষ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে পত্রিকাটি।

এই দীর্ঘ সময়ে নানান ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে পত্রিকাটিকে। তবে এর কর্মীদের একনিষ্ঠতা ও টার্গেট অডিয়েন্স বা লক্ষ্য-পাঠকদের সহযোগিতায় এবং প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় আলাপ উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে। ট্যাবলয়েড সাইজের সাদাকলো থেকে এটি এখন চার রঙা ম্যাগাজিন। প্রকাশিত হচ্ছে প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে।

সহজ ভাষার পত্রিকা প্রকাশের নির্দিষ্ট কয়েকটি উদ্দেশ্য আছে যেমন, যারা স্বল্পমেয়াদী সাক্ষরতা কোর্সে অংশ নিয়ে একটি বিশেষ স্তরের দক্ষতা অর্জন করেছেন, তাদের অর্জিত দক্ষতা ধরে রাখতে ও বিকশিত করতে সহায়তা করা; স্বল্প সাক্ষর ও ঝরে পড়াদের পঠন চর্চায় সংশ্লিষ্ট রাখা; জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা; পঠনের সংস্কৃতি বিকশিত করা; পত্রিকার মাধ্যমে দলীয় পঠন, আলোচনা ও মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ তৈরি করা; আনন্দ বিনোদন প্রদান; লোকজ সংস্কৃতিকে লালন করা; এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলা।

এধরনের প্রকাশনা সহজ ভাষার পত্রিকা বলে পুরো পত্রিকার টাইপ পয়েন্ট ১৮। যেসব ফন্টে স্পষ্টিকরণ আছে সেই ফন্টে আলাপ সাজানো হয় (যেমন সারদা ফন্ট)। পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা জানান আলাপ পত্রিকায় লেখার জন্য শব্দ নির্বাচনে খুবই সতর্ক থাকতে হয়। চেষ্টা করা হয় পরিচিত ও সহজ শব্দ ব্যবহারের। কম ব্যবহৃত যুক্তাক্ষর পরিহারের চেষ্টা করা হয়। ৬-১২ শব্দের মধ্যে বাক্য সাজানো হয়। প্রতিটি প্যারা বা অনুচ্ছেদ হয় ৬-১০ লাইনের মধ্যে। পূর্ণাঙ্গ একটি রচনাকেও একটি নির্দিষ্ট আয়তনে সীমাবদ্ধ রাখতে হয় অর্থাৎ ১-২ পৃষ্ঠা। চোখের স্বস্তির জন্য লাইনগুলোর মধ্যে যথেষ্ট ফাঁকা রাখা হয় । সেই সাথে থাকে বিষয়ভিত্তিক ছবি ও ইলাস্ট্রেশন। আলাপের বিষয় হয় পাঠকের জীবন-জীবিকা ও আকাঙ্খার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তবে কিছু অজানা বিষয়ও থাকে। যেগুলো পাঠকের জানা উচিত। তবে আলাপে কেবল জ্ঞান বা উপদেশনামূলক রচনাই থাকে না। থাকে বিনোদনের খোরাকও।

যশোরে আলাপ পত্রিকার ২৫ বছর পূর্তি উদযাপন

সময়ের বিবর্তনে আলাপের বিষয় নির্বাচনে পরিবর্তন এসেছে। যখন যে বিষয়টি জানানো দরকার তখন তা দিয়েই মূল লেখা তৈরি করা হচ্ছে। যেমন- কারিগরি শিক্ষা, আইসিটি জলবায়ু ও পরিবেশ অথবা নিরাপদ পানি ইত্যাদি। পাশাপাশি থাকে গল্প, সফল কাহিনী, পাঠকের লেখা, ছড়া কবিতা ও ধাঁধা ইত্যাদি।

সাম্প্রতিক কয়েকটি সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী ছিল নানাবিধ সংকট ও সম্ভাবনা নিয়ে। 'জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় খাপ খাওয়ানোর উপায় খুঁজতে হবে' সংখ্যায় সম্ভাবনা হিসেবে দেখানো হয়েছে, পানিতে ভাসমান সবজি বাগান, খাঁচায় মাছ চাষ, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও হাঁস পালন। আরেকটি সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী হলো সূর্যমুখী ফুল চাষ করি-অভাব ও অপুষ্টি পূরণ করি। এ ছাড়া মাদক থেকে কীভাবে দূরে থাকা যায়, এইড্স থেকে বাঁচার উপায়, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের উপকারিতা, শিশু ও নারীর সুরক্ষার উপায় ইত্যাদি বিষয়ে প্রচ্ছদ কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্টদের স্মৃতিচারণ

বিভিন্ন সময়ে আলাপ পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এমন কয়েকজন স্মৃতিচারণ করে বলেছেন তাদের কথা। **রফিকুল ইসলাম সাথী** কাজ করেছিলেন শুরুর দিকে, তিনি বলেন, আলাপ-এর জন্য লেখা তৈরিতে আমার লক্ষ্য ছিলো প্রতিটি সংখ্যা যেন ভিন্ন হয়। সুতরাং প্রতিটি লেখায় স্বচ্ছতা, সহজবোধ্যতা, সাহিত্য মূল্য ধরে রাখা এবং অপ্রাসঙ্গিকতাকে বর্জন করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি।

উম্মে ফারওয়া ডেইজি জানান, এখন দিন বদলেছে। এখন অভিজ্ঞতা আর নতুন চাওয়া এদুটোকে মিশিয়ে চলতে হবে পথের বাঁকে। আনতে হবে প্রাণেরও ছোঁয়া, সাথে থাকবে হাসি আর জ্ঞানের খেলা-যা আলাপকে নিয়ে যাবে শতবর্ষের গর্বিত দিনে।

জাহিদ রহমান বলেন, নব্যসাক্ষরদের জন্য লিখতে গেলে অনেক চিন্তা ভাবনা করে লিখতে হয়। সহজ শব্দ চয়ন, বাক্য গঠন, বাক্যের সীমা-পরিসীমা নির্ধারণ, অনুচ্ছেদ, উপস্থাপন এ সব কিছুকেই বিবেচনায় রাখতে হয়। বরাবরই মনে হয়েছে এগুলোই হচ্ছে নব্যসাক্ষরদের কাছে কোনো লেখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

সিরাজুদ দাহার খান বলেন, বড় একটা বাক্যকে ছোট ছোট করে লিখে মূলভাব প্রকাশ করা এবং পাঠকের অনুভূতিতে নাড়া দেয়াটা সবসময়-ই একটা বড় চ্যালেঞ্জ মনে হয়েছে। তবে নব্য-সাক্ষরদের জন্য সহজ ভাষায় লেখার তাগিদ ও নিরন্তর অনুশীলন আমার পেশাগত জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে।

আ.শ.ম.বাবর আলী বলেন, 'আলাপ' পত্রিকাতে আমি ধারাবাহিকভাবে লিখেছি দীর্ঘ পাঁচ বছরেরও বেশি। নব্যসাক্ষরদের জন্য লেখা তৈরি করতে হবে শুনে আমি বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে উঠি। বিভিন্ন পত্রিকাতে শিশুদের জন্য লিখি। বড়দের জন্য লিখি। এখন লিখতে হবে শিশু এবং বড় উভয়ের জন। বিষয়টা বেশ মজার। আনন্দেরও বটে। লিখতে শুরু করলাম সেই আনন্দ নিয়ে। আমার আনন্দ আরও বেড়ে যেতো যখন অনুভব করতাম, আমার এ লেখাটা পড়ছে শিশু ও বয়স্ক উভয়েই।

ব্যবহারকারীদের কথা

আলাপ ব্যবহার ব্যবহার করেন এরকম কয়েকটি সংগঠনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন তারা এ থেকে উপকৃত হয়েছেন। কেয়ার বাংলাদেশ-এর এডুকেশন প্রোগ্রামের টিম লিডার **দীপু মাহমুদ** বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রকাশিত সহজ ভাষার পত্রিকা আলাপ বিগত দেড় বছর ধরে কেয়ার বাংলাদেশ এডুকেশন প্রোগ্রামের আওতায় ছেলেমেয়েদের শিক্ষার মান উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। তারা আলাপ পত্রিকার সবগুলো বিষয়ই পছন্দ করে। বিশেষ করে ইস্যুভিত্তিক লেখা যেমনঃ যৌতুক প্রথা, মাদকদ্রব্য, শিশু অধিকার এবং বাল্য বিবাহ ইত্যাদি। এসকল বিষয় নিয়ে তারা আলোচনা করার সুযোগ পায়।

কোডেক প্রকল্প সমন্বয়কারী **রতন চক্রবর্তী** বলেন, পত্রিকাটি আমাদের কিশোরী-কিশোরী সংলাপ কেন্দ্রে গত ৫ বছর ধরে নিয়মিত রাখা হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা পত্রিকাটি দলীয়ভাবে পড়ে এবং আবার অনেকে একা একা পড়ে। পত্রিকা পাঠে অর্জিত জ্ঞান ও ধারণা নিত্য নৈমিত্তিক কাজে ব্যবহার করা যায়। তাদের মধ্যে শৃংখলাবোধ তৈরি হয়। পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব তৈরি হয়। দেশাত্মবোধ বিকশিত হয়। পত্রিকাটির গঠন শৈলী, রং ও ছবি সুন্দর।

সিসিডিবি'র ইউনিক-২ প্রকল্পের **সুকমল টপ্য** বলেন, আলাপ পত্রিকাটি ২০০৭ সাল থেকে খ্রিস্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি) ব্যবহার করে আসছে। পত্রিকাটি ইউনিক-২ প্রকল্পে এবং শিক্ষা সহায়ক কেন্দ্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। শিক্ষার পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রে পত্রিকাটি পড়তে উৎসাহিত করা হয়। পত্রিকাটি পড়ার ফলে শিশুর সার্বিক বিকাশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি তারা বিভিন্ন সচেতনতা মূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকছে। এমনকি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে।

সামনে এগিয়ে চলা

পঁচিশ বছর দীর্ঘ সময় হলেও এখানে শেষ নয়। উন্নয়নের লক্ষ্য হল জনগনের ভাগ্যের পরিবর্তন। বিশেষ করে সমাজের সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণই হলো উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য। সাধারণ মানুষকে সাক্ষর করতে হবে, শিক্ষিত করে তুলতে হবে, তাদের স্বাবলম্বী হতে সহযোগিতা করতে হবে। সেটা করার দায়িত্ব যারা এরইমধ্যে শিক্ষা লাভ করেছেন, স্বাবলম্বী হয়েছেন তাদের। আর মিডিয়া হবে সেই লক্ষ্য অর্জনের পথে একটি হাতিয়ার। আলাপ সামনের দিনগুলোতে আরো শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে এগিয়ে যাবে এ বিশ্বাসে বলিয়ান আলাপ কর্মীগোষ্ঠী।

গাজীপুরে আলাপ-এর ২৫ বছর পূর্তি ও বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন

'আলাপ'-এর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন

আলাপ-এর ২৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন

২২ ডিসেম্বর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রকাশিত সহজ ভাষার মাসিক পত্রিকা 'আলাপ'-এর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে মিশন ভবন অডিটোরিয়ামে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি কবি আসাদ চৌধুরী বলেন, সহজ ভাষার পত্রিকার বৈশিষ্ট্য এমন হতে হবে যেন পাঠকদের মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। তিনি বলেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে ২৫ বছর ধরে 'আলাপ' বের হচ্ছে। আজকে পত্রিকাটি নানা ইস্যু নিয়ে লিখছে, পাশাপাশি খুব সুন্দর সুন্দর পরামর্শ দিচ্ছে। আশা করি, পত্রিকাটি তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে।

১৯৯০ সালে জমতিয়েন ঘোষণার মধ্য দিয়ে সবার জন্য শিক্ষা- কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হয়। এর রেশ ধরে দুনিয়াব্যাপী বিশেষত এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিরক্ষরতা দূরীকরণে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ শুরু হয়। বাংলাদেশ সরকার এই ঘোষণার অন্যতম অনুসাক্ষরকারী হিসেবে- বয়স্ক ও কিশোর কিশোরীদের জন্য সাক্ষরতা কার্যক্রম শুরু করে। ঢাকা আহছানিয়া মিশন এই অভিযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাক্ষরতা বিষয়ক পরিসম্পদ উন্নয়নের মৌলিক ও অব্যাহত শিক্ষার জন্য নানাবিধ উপকরণ উন্নয়নের উদ্যোগও নেয়। এর ধারাবাহিকতায় আলাপের যাত্রা শুরু ১৯৯১ সালে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, 'আলাপ' পত্রিকাটি একটি বিশেষ ধরনের পত্রিকা। ২৫ বছর আগে যখন সাক্ষরতা অভিযান চলছিল, তখন স্বল্পসাক্ষরদের প্রধান টার্গেট করে কাজ করছিল পত্রিকাটি। স্বল্প সাক্ষর ও ঝরে পড়াদের পঠন চর্চায় সংশ্লিষ্ট রাখা এবং তাদের অর্জিত দক্ষতা ধরে রাখতে ও বিকশিত করতে সহায়তা করার জন্য এ ধরণের পত্রিকা বিশেষ ভূমিকা রাখে।

বক্তারা আরো বলেন, আলাপ একটি পাঠক সুনির্দিষ্ট পত্রিকা। এই পাঠকদের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি ও শিক্ষার স্তর এবং চাহিদা অনুযায়ী আলাপের বিষয় ও লেখা বিন্যস্ত করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি ও 'আলাপ'-এর সম্পাদক কাজী রফিকুল আলম। স্বাগত বক্তব্যে মিশনের নির্বাহী পরিচালক এবং 'আলাপ'-এর নির্বাহী সম্পাদক ড. এম এহছানুর রহমান বলেন, পত্রিকাটি তার ২৫ বছরের পথচলায় সাধারণ মানুষের কথা বলে আসছে, সহজ ভাষায় তাদের অনুভূতিগুলো প্রকাশ করছে। যার মধ্য দিয়ে একটি সচেতন সমাজ গড়ে উঠবে বলে আমি বিশ্বাস করি। 'অব্যাহত শিক্ষায় সহজ ভাষার পত্রিকার ভূমিকা' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মিশনের প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ উন্নয়ন বিভাগের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মহসীন। তিনি বলেন, কম লেখাপড়া জানা মানুষের পঠন দক্ষতা চলমান ও বিকশিত করার জন্য এ পত্রিকা। এটি একটি অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ।

অনুষ্ঠানে আলোচক ছিলেন সেভ দ্য চিলড্রেনের উর্ধ্বতন শিক্ষা উপদেষ্টা ম হাবিবুর রহমান, ব্যানবেইজের সাবেক পরিচালক ও এনসিটিবি-এর উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ শফিউল আলম এবং মিশনের সিনেড-সিইও শাহনেওয়াজ খান।

মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খন্দকার খালেদ ইব্রাহিম, সাইট সেভার্স-এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ডা. আরিফুল ইসলাম ও আলাপ এর শিশু পাঠক রীতা।

স্মৃতিচারণ করে ইন্টার‍্যাকশন-এর নির্বাহী প্রধান সিরাজুদ দাহার খান বলেন, 'আমি যখন আলাপ-এ কাজ করতাম তখন নব্যসাক্ষরদের জন্য এ-ধরনের পত্রিকা তেমন ছিল না। নব্যসাক্ষরগণ যেন বুঝতে পারেন এবং পড়তে পারেন-আলাপের লেখা তৈরিতে এটাই মূল ভাবনা ছিল। এটা ভেবে এখন বেশ আনন্দ ও গর্ব অনুভব করছি। নব্যসাক্ষরদের জন্য সহজ ভাষায় লেখা আমার পেশাগত জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে।

সভাপতির বক্তব্যে কাজী রফিকুল আলম বলেন, ২৫ বছর আগে এ পত্রিকাটি যখন যাত্রা শুরু করছিল তখনকার সময় আর এখনকার সময়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। তখন দেশের সাক্ষরতার হার ধরে রাখতে এ পত্রিকাটি কাজ করছিল।

'আলাপ'-এর ২৫ বছর পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠানে অতিথিদের একাংশ

৫ম জাতীয় শিক্ষক সম্মেলন -২০১৬

শিক্ষায় নৈতিকতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিক্ষার মানউন্নয়ন সম্ভব

জামান আহমেদ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক ভাষণ দিচ্ছেন

বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পঞ্চম জাতীয় শিক্ষক সম্মেলন। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় "শিক্ষায় নৈতিকতা ও পেশাগত উন্নয়ন"। বাংলাদেশ লিটারেসি এসোসিয়েশন (বিএলএ) এর উদ্যোগে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, গণসাক্ষরতা অভিযান ও আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় গত ৭-৮ অক্টোবর,২০১৬ আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

মানসম্মত শিক্ষা উন্নয়নে সামনের দিনগুলোতে শিক্ষকদের পেশাগত মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বর্তমানে একটি বহুল আলোচিত বিষয়। ২০১৪ সালের ইউনেস্কো গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্টে সকল শিক্ষার্থীর মানসম্মত শিক্ষার জন্য শিক্ষকদের পেশাগত মানউন্নয়নের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষার্থীর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে যোগ্যতাসম্পন্ন, পেশাগত-প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সচেতন শিক্ষকের বিষয়টিকে এই রিপোর্ট গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেছে। ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েন এবং ২০০০ সালে সেনেগালের ডাকার থেকে ঘোষিত সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নের ঘোষণা দেয়া হয়। সবার জন্য শিক্ষা'র টার্গেট শেষ হওয়ার পর ২০১৫ সালের মে মাসে দক্ষিণ কোরিয়ার ইনচিয়নে ঘোষিত হয়েছে ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিখন বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা। এই লক্ষ্যমাত্রার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন ও মানসম্মত শিক্ষক নিশ্চিত করা। আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষায় নৈতিকতা ও পেশাগত উন্নয়নের বিষয়টি তাই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

এবারের সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল নৈতিক শিক্ষা ও সামাজিক দায়বদ্ধতায় ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবকের ভূমিকা চিহ্নিত করা; বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ও উপায় চিহ্নিত করা; শিক্ষায় তথ্য প্রযুক্তির (আইসিটির) ব্যবহারের বহুমুখি ক্ষেত্রসমূহ শনাক্ত করা; এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও দক্ষ জনশক্তি তৈরির সম্ভাবনা চিহ্নিত করা।

সম্মেলনে অংশ নেন প্রাক-প্রাথমিক, কিন্ডারগার্টেন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় কর্মরত শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষা গবেষক, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ/ইন্সটিটিউট প্রশিক্ষণার্থী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও এনজিও কর্মকর্তা ।

সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ক্ষেত্রসমূহ: শিক্ষায় নৈতিকতা; শিখন মূল্যায়ন; শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যাবহার ও শিক্ষণ শিখন পদ্ধতি।

সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও ক্ষেত্র অনুযায়ী দু'দিনে মোট ৩টি প্লেনারি ও ১২টি প্যারালাল সেশন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও প্লেনারি সেশনে ৩টি মূল প্রবন্ধ এবং প্যারালাল সেশনসমূহে শিশু বিকাশ ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে মোট ২৯টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। প্রতিটি সেশনে প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর সেশন চেয়ার এবং সেশন পরিচালক অংশগ্রহণকারীদের জন্য উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তরে সহায়তা করেন। বিভিন্ন সেশনের প্রশ্নোত্তর, উত্থাপিত সমস্যা, সম্ভাবনা ও প্রস্তবনাসমূহ সর্বশেষ প্লেনারি সেশনে মুক্ত আলোচনার জন্য উপস্থাপিত হয় এবং সেখান থেকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

স্বাগত বক্তব্যে বাংলাদেশ লিটারেসি এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নুরুল ইসলাম বলেন, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা, যথাযথ শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতি অনুশীলন, আইসিটির ব্যবহার ও পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের নানা দিক তুলে ধরার একাডেমিক প্লাটফর্ম হিসেবে বাংলাদেশ লিটারেসি এসোসিয়েশন ২০১২ সাল থেকে প্রতি বছর জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষক সম্মেলন আয়োজন করে আসছে। এবছরের সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

এনজিওর ৪০০ এরও বেশি প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করন।

সম্মেলন কার্যক্রম উপস্থাপনকালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহ্ছানুর রহমান বলেন, এবারের সম্মেলনে শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির পাশাপাশি যেটার ওপর গুরুত্ব দিতে চাচ্ছি সেটা হলো কারিগরি শিক্ষা। যেটি ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জনের জন্য সবচেয়ে বড় সুযোগ। যুব সমাজকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, আমরা সেটির ব্যাপারে আলোচনার ব্যবস্থা করেছি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক বলেন- প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাই হলো মূল শিক্ষা। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়তে হলে অবশ্যই প্রযুক্তিভিত্তিক জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়ে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। এ লক্ষ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের চাহিদার মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনতে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সম্মেলনে উপস্থিত শিক্ষকদের উদ্দেশে জুনায়েদ আহমেদ পলক বলেন, আপনারা যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে এসেছেন, প্রত্যেকের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামে একটি করে আবেদন করে যাবেন। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে একটি করে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব নির্মাণ করা হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী বলেন, নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকরা চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেন। কিন্তু লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যায়, যখন দেখি খাদিজা মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন। যে দুর্বৃত্তটি এ কাজ করেছে সে কোন দলের সেটা বড় কথা নয়, সে একজন স্কুলের শিক্ষক। এটা শিক্ষক সমাজের কলঙ্ক ছাড়া কিছুই নয়।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এএমএম শফিউল্লাহ বলেন, এ সম্মেলন শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফর্ম। এই প্লাটফর্মটিতে শিক্ষকরা একে অপরের মতামত দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় কী কী সমস্যা রয়েছে তা উঠে আসবে।

'শিক্ষা, শিক্ষকতা ও নৈতিকতা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম বলেন, শিক্ষকতা এমন একটি মহান পেশা যার সঙ্গে সমগ্র দেশ ও জাতির কল্যাণ-অকল্যাণ যুক্ত। আর এজন্যই এ পেশায় সবাই দেখতে চান এমন কিছু বিদ্যানুরাগী ভালো মানুষকে, যারা কেবল অসাধারণ মেধার অধিকারী নন; শিক্ষকতা পেশার প্রতি নিবেদিতপ্রাণও বটে। আর এ পেশায় এ ধরনের মহৎপ্রাণ ব্যক্তিদের আগমন ও অবস্থান নিশ্চিত করতে হলে আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে যে, সমাজে শিক্ষকদের অবস্থান নিরাপদ ও সম্মানজনক।

সভাপতির বক্তব্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ লিটারেসি এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান কাজী রফিকুল আলম বলেন, যোগাযোগ হলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের যে পদ্ধতিতে জ্ঞান আমরা দিচ্ছি, সেটাকে ছাত্ররা নিতে পারছে কিনা অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে কমিউনিকেট করতে পারছে কিনা সে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষকরা কোন পদ্ধতিতে পাঠদান করছেন তা মূল্যায়ন করতে হবে। ওই পদ্ধতিতে পাঠদানে শিক্ষার্থীরা সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারছে কিনা তা যাচাই করতে হবে। শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর যোগাযোগের মাধ্যম কী, তা যাচাই করতে হবে। যোগাযোগের পদ্ধতির ওপর পাঠদানের পদ্ধতি নির্ভর করে।

সার্বিক সুপারিশমালা

এবারের সম্মেলনেও আয়োজকদের প্রতি অংশগ্রহণকারীরা কয়েকটি সুপারিশ করেছেন। যেমন, সরকারি পর্যায়ের নীতি নির্ধারকদের অংশগ্রহণ বাড়ানো; বিভাগীয় পর্যায়ে কনফারেন্স আয়োজন করা; শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও মেধাবীদের নিশ্চিত করার জাতীয় পর্যায়ে এডভোকেসী করা; শিক্ষকদের জন্য তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা; প্রেজেন্টেশন সিডি করে দেওয়া; এলাকা ভিত্তিক বি এল এ নেটওর্য়াক গড়ে তোলা; স্কুল পর্যায়ে পাঠদানের ক্ষেত্রে আইসিটি ব্যবহারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা; শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ বিষয়ক সুপারিশ

ক) পেশাগত উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ

খ) জাতীয় বাজেটে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বরাদ্ধ/বৃদ্ধি

গ) শিক্ষকদের আত্মপ্রস্তুতি

- দায়িত্ব সচেতন, কর্তব্যনিষ্ঠা ও সমানুবর্তিতা
- স্কুলে ক্ষমাশীলতা, উদারতা ও সহনশীলতা চর্চা
- চরিত্র গঠন, আন্তরিতকা ও নীতিচর্চা

ঘ) শিক্ষকদের পেশাগত ও সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

সম্মেলনের কয়েকজন অংশগ্রহণকারী

শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য পদ্ধতি অবলম্বন বিষয়ক সুপারিশ

১) শিক্ষা প্রণালী পুস্তক পাঠ
২) পুস্তক পাঠ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, নৈতিক বৃত্তি সন্মন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন
৩) শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা প্রণালী অনুসরণে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন; নতুন নতুন শিক্ষা প্রণালী আয়ত্ব করতে আগ্রহ থাকা।
৪) অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ শিখন পদ্ধতি চর্চা করে শিক্ষার্থীর আত্মশক্তি প্রদীপ্ত করার দক্ষতা অর্জন
৫) বিশুদ্ধ ভাষা চর্চা এবং ভাব ও ভাষার সমন্বয়ে শিক্ষাদান প্রক্রিয়াসম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন
৬) সমষ্টিবদ্ধভাবে শিক্ষকদের সমিতিতে শিক্ষাপ্রণালী সম্পর্কে আলোচনা
৭) স্ব স্ব শিক্ষাপ্রণালী সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখা
৮) শিক্ষা প্রণালী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বক্তৃতা প্রদান
৯) শিক্ষামূলক ম্যাগাজিন সম্পাদনা
১০) পরিকল্পিত শিক্ষা সফর ও ভ্রমণ
১১) শিক্ষকদের একাডেমিক মান উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, শ্রেণিকক্ষে আন্তরিকতার বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া
১২) কর্মক্ষেত্রে সকল শিক্ষকের ট্রেনিং-এর সুযোগ ও মত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি।

শিশু বিকাশ ও প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক সুপারিশ

- বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও কারিকুলাম সম্পর্কে আরও জানা
- শিক্ষক হিসেবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন
- শিশুবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা
- শিশুর শিক্ষক ভীতি দূর করার জন্য দক্ষতা অর্জন
- শিশু মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে আরও জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা প্রয়োজন
- সাইকো-সোস্যাল কাউন্সিলিং প্রয়োজন
- গুণগত ও মানসম্মত শিক্ষক প্রয়োজন
- নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখনের দক্ষতা প্রয়োজন
- ডিজিটাল টুলস নয় আইসিটি'র কনটেন্ট উন্নয়ন করা
- শিশুদের জন্য রেডিও টেলিভিশনে শিশুতোষ অনুষ্ঠান প্রচার
- অভিভাবকদের জন্য শিশুবান্ধব কাউন্সিলিং অনুষ্ঠান প্রচার

প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক সুপারিশ

- পাঠ্য বইয়ের বাইরেও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা
- আইসিটি ব্যবহারে প্রাতিষ্ঠানিক সাপোর্ট প্রয়োজন
- গ্রামে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা
- সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ক্লাসরুম নির্দেশনা থাকা দরকার
- সৃজনশীল প্রশ্নের অনেক বেশি উদাহরণ থাকা দরকার
- সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরির দক্ষতা বৃদ্ধিতে দীর্ঘমেয়াদী ও অব্যাহত প্রশিক্ষণ দরকার
- মানসম্মত শিক্ষার জন্য রিডিং অভ্যাস বৃদ্ধি করা দরকার
- রিডিং অভ্যাস বৃদ্ধির জন্য ক্লাসরুমের বাইরে কার্যক্রম থাকা দরকার
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ মডেল পরিবর্তন করা দরকার

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ক সুপারিশ

- রিফ্রেশারস ট্রেনিং-এর সময় বাড়ানো দরকার
- শিক্ষার্থী এ্যাসেসমেন্ট-এর জন্য শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রয়োজন
- সরকারি পর্যায়ের শিক্ষকরা যেরকম প্রশিক্ষণ পায় সেরকম প্রশিক্ষণ প্রয়োজন
- মানব সম্পদের মান বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষকের জন্য কাঠামোগতভাবে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা দরকার
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় আইসিটি ব্যবহারের কাঠামো প্রয়োজন

মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ক সুপারিশ

- শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা থাকতে হবে
- প্রচলিত শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি পরিবর্তন ও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা
- সতীর্থ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ও সবার জন্য প্রয়োজন অনুয়ায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও মেধাবীদের নিশ্চিত
- মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা দরকার
- সকল শিক্ষকের জন্য আইসিটি প্রশিক্ষণ ও ব্যবহারে পর্যাপ্ত সুযোগ নিশ্চিত করা

পরবর্তী বছরের কার্যক্রম ও পরিকল্পনা উপস্থাপনকালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন এ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের সিইও শাহনেওয়াজ খান বলেন, পরবর্তী কর্মপরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে ট্রেসার স্টাডি; এখানে আপনাদের অভিজ্ঞতা নেয়া হবে। বাংলাদেশ লিটারেসি এ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার বৃদ্ধি ও ডিভিশনাল লেভেলে সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। সম্মেলনে আগ্রহী শিক্ষকদের লেখা বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করার উদ্যোগ নেয়া হবে। শিক্ষকদের নির্বাচিত প্রবন্ধ ইংরেজি ও বাংলা জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ এবং বাংলাদেশ লিটারেসি এ্যাসোসিয়েশনের ম্যাগাজিনে অংশগ্রহণকারীদের রিসার্চ পেপার ছাপানো হবে। এ ছাড়াও সকল শিক্ষকদের নাম ও ছবিসহ একটি ডাটাবেস তৈরি করে বিএলএ-এর ওয়েব সাইটে রাখা হবে। শিক্ষকরা নিয়মিত ভিজিট করবেন এবং আপডেট তথ্যসহ মূল্যবান মতামত দিবেন যাতে আগামীতে আরো ভালভাবে এই সম্মেলন করা যায়। ◆

***লেখক:** প্রশিক্ষক, বাংলাদেশ লিটারেসি এসোসিয়েশন*

ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান কাজী রফিকুল আলম মাদক ও নেশা থেকে দূরে থাকার জন্য শিক্ষার্থীদের উপদেশ দেন

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীনবরণ অনুষ্ঠিত

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফল সেমিস্টার-২০১৬ এর ছাত্রছাত্রীদের নবীনবরণ ও পরিচিতি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ৯ নভেম্বর ২০১৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এম. এইচ খান অডিটরিয়ামে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম।

এতে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. আ.ম.ম. সফিউল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোষাধ্যক্ষ ড. কাজী শরিফুল আলম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর মো. হামিদুর রহমান খান, রেজিস্ট্রার আব্দুল গফুর ও প্রকৌশল অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. আব্দুর রহিম মোল্লা।

প্রধান অতিথি কাজী রফিকুল আলম নবীন ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় হলো কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্বে শেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। একটি সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখতে হবে এবং সাথে সাথে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। আদর্শ ও জ্ঞান অর্জনের জন্য চেষ্টা পালিয়ে যেতে হবে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এই জ্ঞান অর্জনের মডেল দিয়ে গেছেন।

তিনি আরো বলেন, জীবন ধ্বংসকারী মাদক ও নেশা থেকে দুরে থাকতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার থেকে নিজেদের দুরে রাখতে হবে। অনুষ্ঠানে কয়েকজন নবীন শিক্ষার্থী তাদের অনুভূতি প্রকাশ করে।

শিক্ষা বঞ্চিত চরের শিশুরা নতুন সুযোগ পেল

ডাম-সিএলসি প্রকল্পের মাধ্যমে লক্ষীপুরের রায়পুর উপজেলায় ৮৪টি ডাম-শিক্ষা কেন্দ্র পরিচলিত হচ্ছে। এরই মধ্যে নতুন চরকাচিয়ার (চুনুর চর) চরে ২টি কেন্দ্রের মাধ্যেমে শিক্ষার্থীরা পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে। এ চরের সাথে রায়পুর উপজেলার স্থল পথে যোগাযোগের কোনো ব্যবস্থা নেই। এখানে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও বিদ্যুৎ-এর ব্যবস্থাও নেই। যোগাযোগের একমাত্র ব্যবস্থা নদীপথে. সেটা আবার নির্ভর করে জোয়ার-ভাটার ওপর। রায়পুর এলাকার মোল্লার হাট পানির ঘাট থেকে ৭ কিলোমিটার নৌকা পথে যেতে লাগে ১ ঘণ্টারও বেশি। তাই এলাকায় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে ডাম-সিএলসি প্রকল্প। ২০১৩ সাল থেকে চরের শিশুদের শিশু শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে পড়ালেখা অব্যাহত রাখতে সহায়তা করছে প্রকল্পটি। এই চর থেকে প্রথম প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী-২০১৬ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলো ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন শিশু শিখন কেন্দ্রের ৫ জন শিক্ষার্থী। তারা ৮ নং দক্ষিণ চর বংশী ইউনিয়নে চরকাচিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ৫ শিক্ষার্থীসহ রায়পুর এলাকার মোট ১৬ জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে।

উল্লেখ্য, ডাম সিএলসি প্রকল্প হতে এ বছর ৯৮জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

মিশনের শিশু শিখন কেন্দ্রের ৫ জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনি-২০১৬ পরীক্ষায় প্রথম অংশগ্রহণ করল

খুলনায় ইউনিকের 'মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা : প্রয়োজন দক্ষ ও আন্তরিক শিক্ষক' শীর্ষক এ্যাডভোকেসি সভা

সভায় প্রয়োজনে অভিভাবকদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষা করার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়

৬ নভেম্বর ২০১৬ প্রাথমিক শিক্ষা-খুলনা বিভাগীয় উপপরিচালকের সম্মেলন কক্ষে 'মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা : প্রয়োজন দক্ষ ও আন্তরিক শিক্ষক' শীর্ষক এ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ইউনিক-২ প্রকল্প)-খুলনা এই সভার আয়োজন করে। এতে খুলনা প্রেসক্লাবের সভাপতি এস এম নজরুল ইসলাম সভাপতিত্ব করেন। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা খুলনা বিভাগীয় উপপরিচালক এ কে এম গোলাম মোস্তফা। বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা পিটিআইয়ের সুপারিনটেনডেন্ট আবদুস ছালাম সিকদার ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা পারভীন জাহান। সভায় মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন বিভাগীয় শিক্ষা কর্মকর্তা মুহাম্মদ ফজলে রহমান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রভাতী রেলওয়ে প্রাথমিক সরকারি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ইউনিক-২ প্রকল্পের খুলনা অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো. আব্দুল জলিল। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মাস্টার ট্রেইনার মিলন মুখার্জী। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ইউনিক-২ প্রকল্পের উপজেলা পর্যায়ে এ্যাডভোকেসি সভার সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করেন মাস্টার ট্রেইনার গোলাম ফারুক।

সভায় বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, পিটিআই ইন্সট্রাকটর, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সাংবাদিক, এলআরসি সভাপতি, এনজিও প্রতিনিধি ছাড়াও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তারা বলেন, প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সবচেয়ে বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে। যথাসময়ে শিক্ষকরা ক্লাসে যাচ্ছে কিনা, তাদের পাঠদানের পদ্ধতি ঠিক করেছে কিনা তা দেখতে হবে এবং প্রয়োজনে অভিভাবকদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। পেশার প্রতি সবাইকে দায়িত্বশীল এবং আন্তরিক হতে হবে। তা না হলে কোনো কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন হবে না। বক্তারা আরও বলেন, গ্রামাঞ্চল থেকে শিক্ষকদের বদলি হয়ে শহরে আসার প্রবণতাও বন্ধ করতে হবে। সর্বোপরি স্ব স্ব স্থান থেকে সকলকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিনিধির ইউনিক-২ প্রকল্পের শিশু শিখন কেন্দ্র পরিদর্শন

৮ ডিসেম্বর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ইউনিক-২ প্রকল্পের খুলনা অঞ্চলের রামপাল এলাকার মানিকনগর শিশু শিখন কেন্দ্র পরিদর্শনে যান ইউরোপীয় ইউনিয়নের মিনিস্টার কাউন্সেলর ইয়োর্গান হেইম্যান, ইইউ বাংলাদেশের টাস্ক ম্যানেজার মিজ লায়লা বাকী এবং কারিতাস বাংলাদেশের আলোঘর প্রকল্পের প্রধান শিশির রোজারিও। পরিদর্শনকালে তারা শিশুদের সাথে আলাপ করেন, পড়ালেখার অগ্রগতির বিষয় দেখেন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময় করেন। তারা শিক্ষার্থীদের সমবেত কাজ উপভোগ করেন। প্রতিনিধিদল শিশু শিখন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্থানীয় কমিটির সদস্যদের সাথেও কথা বলেন সিএলসির উন্নয়ন ও সিএলসিটির স্থায়ীত্বশীলতার জন্য। ইউনিক-২ প্রকল্প পরিচালক গোলাম ফারুক হামীম, উপপ্রকল্প পরিচালক শহীদুল হাসান, প্রকল্পের বেসিক এডুকেশন সমন্বয়কারী সালেহা আক্তার এবং ইউনিক-২ প্রকল্পের খুলনা আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আব্দুল জলিল প্রতিনিধি দলের সাথে ছিলেন। কমিটি ও অভিভাবকগণ এলাকার অবহেলিত শিশুরা যাতে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে সে জন্য প্রকল্পের মেয়াদ শেষেও সিএলসিটি টিকিয়ে রাখার জন্য দাতা সংস্থার নিকট সহযোগিতা চান। সিএলসিটি পরিদর্শন শেষে ভিজিটরগণ শিক্ষার্থী ও টিউটরদের প্রশংসা করেন।

দাতা সংস্থার কর্মকর্তারা শিক্ষক ও অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন

ইউনিক-২ প্রকল্পের ইউনিয়ন সুপারভাইজারদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর ইউনিক-২ প্রকল্পের মাঠপর্যায়ের কর্মীদের অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রকল্পের কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করার লক্ষে ৬টি অঞ্চলে ইউনিয়ন সুপারভাইজার (ইউএস)দের সাথে মতবিনিয়ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে তথ্যের কোনো গ্যাপ আছে কী না সেটা জানাও এই সভার অন্যতম উদ্দেশ্য। এরই ধারাবাহিকতায় ২৮ নভেম্বর ময়মনসিংহের আসপাড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দিনব্যাপী অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা হয়। সভায় উপপ্রকল্প পরিচালক শহিদুল হাসান, সমন্বয়কারী বেসিক এডুকেশন সালেহা আক্তার এবং আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, ময়মনসিংহ মো. সেলিম উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় ইউএসগণ বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন

অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় ইউএসগণ কর্মক্ষেত্রে যে সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন তা তুলে ধরেন। তারা জানান, প্রকল্পে কমিউনিটি/ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন মিটিং করার জন্য বাজেট কম, সিএলসিতে টেকনিক্যাল সাপোর্ট কম, দিবস উদযাপনে বাজেট কম। ইউএসগণ টিউটর ও কমিউনিটির সাথে যোগাযোগে মোবাইল ফোন ব্যবহার করলেও এক্ষেত্রে কোনো বরাদ্দ নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি দেয়ার কারণে শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চলে যায়। টিউটর পরিবর্তন হলে নতুন টিউটরের পাঠ পরিকল্পনা করতে সমস্যা হয়। ইউনিয়ন সুপারভাইজারগণ প্রকল্পের বহুবিধ সভার আয়োজন, প্রতিবেদন তৈরি, এরিয়া অফিসের সাথে যোগাযোগ সার্বক্ষণিক ব্যস্ত থাকে। ফলে ও সিএলসিতে প্যাডাগোজিক সাপোর্ট ঠিকমতো দিতে পারে না।

তাদের মতে, যাতায়াতের জন্য আরও মটর সাইকেল প্রয়োজন এবং রিফ্রেশার্স কোর্স ১ দিনের পরিবর্তে ২ দিন হওয়া দরকার। তাদের অন্যান্য পরামর্শ হলো- প্রাথমিক সিএলসি ঘর মেরামতের বাজেট বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, টিউটরদের গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে বিশেষ রিফ্রেশার্স-এর পাশাপাশি ইউনিয়ন পর্যায়ে রিফ্রেশার্স করা দরকার। টিউটর ও ইউএসদের চারু-কারু বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

ইউএসগণ মাসের ২৪ কর্মদিবসের ১০দিনই কমিউনিটি ও এরিয়া অফিসের মিটিং-এ ব্যস্ত থাকে। এরপর প্রতিবেদন তৈরি এবং সিএলসিতে প্যাডাগোজিক সাপোর্ট প্রদান। ফুল ভিজিট, ফলোআপ ভিজিট, গৃহ পরিদর্শন, শিক্ষক না থাকলে বিকল্প হিসেবে সাপোর্ট দেয়া, ডকুমেন্ট আপডেট প্রভৃতি কাজ তাদের করতে হয়।

দুর্বল টিউটরদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট কম। ইউএসদের সাথে মতবিনিময় করার সুযোগ আগে ছিল না। ফলে মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা তাদের অভাব অভিযোগের কথা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পৌঁছানোর সুযোগ পাচ্ছে। তাদের মনের মাঝে জমে থাকা নানা প্রশ্নের জট দূরীভূত হয়েছে। মতবিনিময় সভার ফলে ইউএসদের কাজের প্রতি আন্তরিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২৯ নভেম্বর, ২০১৬ ইউএসদের অভিজ্ঞতা বিনিময় সভার আলোকে আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্প পরিচালক গোলাম ফারুক হামীম উপস্থিত ছিলেন। উপপ্রকল্প পরিচালক, সমন্বয়কারী বেসিক এডুকেশন এবং ময়মনসিং আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে প্রকল্পের কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

যশোরে টিভিইটি'র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কম্পিউটার প্রদান করল এইউএসটি

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং (টিভিইটি) কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত যশোরে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ১০টি কম্পিউটার প্রদান করল আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (এইউএসটি)। ১০ অক্টোবর ২০১৬ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ের অডিটরিয়ামে কম্পিউটারগুলো গ্রহণ করেন টিভিইটি-বিভাগের পরিচালক ড. শাহজাহান মিঞা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম, নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহ্ছানুর রহমান, সিনেড-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শাহনেওয়াজ খান, যশোরের টিভিইটি সেন্টার ম্যানেজার মোঃ আক্তার আলী এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

এইউএসটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান কাজী রফিকুল আলম কম্পিউটার প্রদান করছেন টিভিইটি'র পরিচালক ড. শাহজাহান মিঞার কাছে। পাশে মিশনের জনসংযোগ পরিচালক কাজী আলী রেজা ও অন্যান্য কর্মকর্তা

হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহ্ছানুর রহমান বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন অত্যন্ত সুনাম ও গুণগত মান বজায় রেখে প্রতিটি কাজ করে থাকে। কম্পিউটার প্রশিক্ষণে এ মান ধরে রাখার ক্ষেত্রে কোন আপোষ না করার পরামর্শ দেন তিনি।

বিদ্যালয়ভিত্তিক এসবিকের স্থায়ীত্বশীলতার কার্যক্রম

এসবিকেভিত্তিক সভায় গোসিংগা ইউপি সদস্য আসাদুজ্জামান বাবু বক্তব্য রাখছেন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও প্ল্যান ইন্টারন্যশনাল বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে শ্রীপুর উপজেলায় দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নকে আরো গতিশীল করার জন্য শিক্ষার প্রথম ধাপ এসবিকে শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিচালনা করে আসছে মিশন। ২০১৬ সালে ছয়টি ইউনিয়নে ১৬৪ টি এসবিকে চলমান রয়েছে। তার মধ্যে রাজাবাড়ী ও তেলিহাটি ইউনিয়নে ৩৮টি এসবিকে সম্পূর্ন্ন কমিউনিটি সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও মাওনা ইউনিয়নে ৩৪টি এসবিকে ইউনিয়ন পরিষদ পরিচলনা করছে।

- মাওনা গাজীপুর, গোসিংগা, রাজাবাড়ী ও প্রহলাদপুর ইউনিয়নের ১৫৪টি এসবিকেভিত্তিক ও ৪২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেচমেন্ট এরিয়ার এসবিকে ও বিদ্যালয়ভিত্তিক সভা
- সভার উদ্দেশ্য ফেইজ ফরওয়াডের পর এসবিকের ভবিষ্যত স্থায়ীত্বশীলতা যাতে ইউনিয়নের এসবিকেগুলো চলমান রাখে সেই লক্ষ্যে পরিকল্পনা তৈরি যথাযথ ব্যক্তি নির্বাচন, দাতা নির্বাচন, মনিটরিং গ্রুপ তৈরি ও লিংকেজের ক্ষেত্রে কমিউনিটির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- অংশগ্রহণকারী এসবিকে কমিটি, শিক্ষক, প্যারা শিক্ষক, ভিডিসি সদস্য, শিশু পরিষদের সদস্য, যুবক/যুবতি, ইউপি সদস্য, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, অভিভাবক, এসএমসি সদস্য, ব্যবসায়ী, মিলকারখানার মালিক ও কর্মীগণ। আলোচনা সভায় কিউপি প্রকল্পের টিসিগণ, প্রকল্প ব্যবস্থাপক ডাম, এরিয়া ম্যানেজার ও প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর (প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ) সভার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও এলাকার স্টেক হোল্ডারদের সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেন। এ ছাড়াও কর্মসূচির বিভিন্ন দিক এবং এলাকার কমিউনিটি ও ইউপির সহযোগিতার তথ্য তুলে ধরেন।

৫টি ইউনিয়ন পরিষদের ক্যাচমেন্ট এরিয়ার মেম্বারগণ বলেন, পরিষদের মিটিং-এ আলোচনা করে অর্থ সাপোর্ট দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হবে, যাতে ২০১৭ সালে এসবিকে'র কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। আর না হলে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের এরিয়ার কেন্দ্রগুলো চলমান রাখার অর্থ-সহযোগিতার ব্যবস্থা করবেন বলে তারা বক্তব্যে বলেন। ৪২টি স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ বলেন, তারাসহ তাদের স্কুলের সকল শিক্ষক মনিটরিং করবেন ও উপকরণ দিয়ে সহায়তা করবেন।

এসআইপি রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ

শ্রীপুর উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নকে আরও গতিশীল করার জন্য স্কুল পর্যায়ে প্যারা টিচার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এখন কমিউনিটির সহায়তায় চলছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও প্ল্যান ইন্টারন্যশনাল বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নকে আরও গতিশীল করার জন্য স্কুল পর্যায়ে প্যারা টিচার-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছিল। এ কাজ চলছে দীর্ঘদিন ধরে। সম্প্রতি এ খাতে দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তা আর পাওয়া না গেলেও কার্যক্রম চালিয়ে নেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে এলাকার জনগণ। এরই মধ্যে ৬টি ইউনিয়নে স্কুল টিচার, এসএমসি, স্থানীয় এলিট পার্সন-এর সহায়তায় ২২ জন প্যারা টিচার নিয়োগ

দেয়া হয়েছে। এসব টিচারদের এক দিনের রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে নিম্নে উল্লেখিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় যেমন- উদ্বোধন, পরিচিতি, উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশা, শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা ও তার সমাধান, ২০১৬ সালের পিএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা, শিক্ষা উপকরণ এবং এর গুরুত্ব, শিক্ষা উপকরণ তৈরি, ব্যবহার ও সংরক্ষণ, আদর্শ বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহের সাথে এসআইপি-এর সাথে মিলকরণ, পাঠ আত্মস্থকরণ বাংলা, গণিত ও ইংরেজি, বিষয়ভিত্তিক পাঠ উপস্থাপন, দেওয়ালিকা তৈরি ও মতামত বক্সের ব্যবহার ইত্যাদি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এডভোকেট সাহারা খাতুন

স্তন ক্যান্সার ঝুঁকিতে আছে প্রতি আট জনে একজন

নারীদের জন্য চিহ্নিত একটি রোগ স্তন ক্যান্সার। প্রতি আট জন নারীর একজন স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে আছেন। ক্যান্সার আক্রান্ত নারীদের মধ্যে স্তন ক্যান্সার ২য় অবস্থানে রয়েছে।

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (এএমসিজিএইচ)-এর উদ্যোগে ৪ অক্টোবর ২০১৬ উত্তরায় হসপিটাল প্রাঙ্গনে স্তন ক্যান্সার সচেতনতা মাস উদ্‌যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা একথা বলেন।

তারা আরো বলেন, শুধু পশ্চিমা দেশগুলোতে নয় বাংলাদেশে এই রোগ বিস্তার লাভ করছে। দেশে প্রতি বছর প্রায় ২২ হাজার মহিলা স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। এর মধ্যে প্রায় ১৭ হাজার রোগী মারা যান। বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ১ মিলিয়ন স্তন ক্যান্সার রোগী সনাক্ত হয়ে থাকেন। ১৫ থেকে ৯০ বছরের মহিলাদের স্তন ক্যান্সার হতে পারে। এর মধ্যে ৪০ থেকে ৫০ বছরের নারীদের সবচেয়ে বেশি প্রায় ৩৩শতাংশ স্তন ক্যান্সার হয়ে থাকে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য এডভোকেট সাহারা খাতুন বলেন, ২০ বছর বয়স থেকে নিজে নিজে স্তন ক্যান্সার পরীক্ষা করা যায়। সুতরাং সচেতন থাকলে এ ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিশু ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকী, এমপি বলেন, এখনো সমাজে নারীরা অক্ষম। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন দুর্বল। সেজন্য স্তন ক্যান্সারের মতো যেকোনো রোগের চিকিৎসায় তারা নিজ থেকে এগিয়ে আসতে পারে না। সুতরাং নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা ও মুক্তি অত্যন্ত জরুরি।

সভাপতির বক্তব্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম বলেন, ক্যান্সার চিকিৎসায় এখন আর বিদেশে যেতে হবেনা। দেশেই উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্যান্সারের সঠিক চিকিৎসা সম্ভব। আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটাল অত্যন্ত কম ও সাশ্রয়ী মূল্যে রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এএমসিজিএইচ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. সৈয়দ ফজলে রহিম (অব.)। স্তন ক্যান্সার ও সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করেন সিনিয়র কন্সালটেন্ট অনকোলজী ও বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর এ.এম.এম. শরীফুল আলম।

মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক সভা

আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ঢাকা শহরে বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তামাক ও মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২৩ অক্টোবর আহ্ছানিয়া মিশন কলেজের সভা কক্ষে তামাক ও মাদক বিষয়ক সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আহ্ছানিয়া মিশন কলেজের অধ্যক্ষ শেখ সৈয়দ আলী।

সচেতনতামূলক এই সভায় প্রতিষ্ঠানের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ২০০ জন শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকরাও উপস্থিত ছিলেন। সভার স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপপরিচালক এবং স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ইকবাল মাসুদ। অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রোগ্রাম অফিসার, উম্মে জান্নাত তামাকের ক্ষতিকর দিক নিয়ে এবং আহ্ছানিয়া মিশনের নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কাউন্সেলর, জান্নাতুল ফেরদৌস মাদকের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে সচিত্র তথ্য উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে উপস্থাপনা দুটির ওপর শিক্ষার্থীরা মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। এখানে তামাক ও মাদক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয় একই সাথে উক্ত সমস্যা নিরসনে সচেতনতা সৃষ্টিতে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সভায় সভাপতির বক্তব্যে আহ্ছানিয়া মিশন কলেজের অধ্যক্ষ শেখ সৈয়দ আলী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ধূমপান ও মাদক বিষয়ে তোমাদের নিজেদেরকে সচেতন হতে হবে

আহ্ছানিয়া মিশন কলেজে অনুষ্ঠিত সচেতনতামূলক সভায় মাদকের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে সচিত্র তথ্য উপস্থাপন করা হয়

এবং সেই সাথে পরিবারের সবাইকে সচেতন করতে হবে। তিনি আরো বলেন, আজ থেকেই তোমাদের সবার শপথ হবে মাদক কে না বলা। অনুষ্ঠান শেষে সভাপতির হাতে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ তুলে দেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপপরিচালক এবং স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ইকবাল মাসুদ। সভা সঞ্চালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রকল্প কর্মকর্তা ফিরোজা বেগম ঝুমুর। আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ যৌথভাবে সভা আয়োজন করে। সহযোগিতায় ছিল লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিস এবং ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিড্‌স।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত
হেনা আহমেদ হাসপাতাল উদ্বোধন

হেনা আহমেদ উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন

উদ্বোধন করা হলো ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত হেনা আহমেদ হাসপাতাল। ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬ হেনা আহমেদ ও তার দুই নাতনি অমৃতা নাজনীন আহমেদ, আদৃতা আত্রেয়ই আহমেদ মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার হাঁসাড়া ইউনিয়নের আলমপুর গ্রামে হাসপাতালটির উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম। দাতা হেনা আহমেদের সভাপতিত্বে, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন হাসপাতালের দাতা সফিক আহমেদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সিনেড সিইও শাহনেওয়াজ খান, উপপরিচালক আবদুর রাজ্জাক, জনসংযোগ পরিচালক ও দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশের যুগ্ম সম্পাদক কাজী আলী রেজা, কথাসাহিত্যিক আলাউদ্দিন আল আজাদের সহধর্মিণী জামিলা আজাদ, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বেগম মমতাজ হোসেন, হাঁসাড়া ইউপি চেয়ারম্যান হাজী মো. সোলেমান খান, সাবেক চেয়ারম্যান আহসান হাবিব, হোসেন আলী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. নুরুল ইসলাম এবং হেনা আহমেদের পরিবার ও স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তিরা। হেনা আহমেদ তার বক্তব্যে বলেন, পরিবারের সদস্য ও মানুষের ভালোবাসায় কাজের অনুপ্রেরণা পেয়েছি এবং জনকল্যাণে কাজ করার সাহস জুগিয়ে ছিলেন আমার বাবা। আর আমার স্বামী সফিক রহমানের সার্বিক সহযোগিতা ও সব কাজে উৎসাহই আজকের এ হাসপাতাল। হাসপাতালটি এ এলাকার মানুষের কল্যাণে সর্বদা চিকিৎসাসেবায় কাজ করে যাবে বলে আমি আশাবাদী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কাজী রফিকুল আলম বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দেশের বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রকল্পভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ঢাকার উত্তরা ও মিরপুরে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এণ্ড জেনারেল হসপিটাল, গাজীপুর ও যশোরে আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং ঢাকার উত্তরা ও কুমিল্লায় আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পের মাধ্যমে এ সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমে এবার যুক্ত হলো মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত হেনা আহমেদ হসপিটাল। সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বল্পমূল্যে আন্তরিক ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করাই এ হাসপাতালের মূল লক্ষ্য থাকবে।

অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা হাসপাতালটি ঘুরে দেখেন

বিশ্ব নিউমোনিয়া ও প্রিম্যাচুরিটি দিবস ২০১৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে এবং সেভ দ্য চিলড্রেনের সহযোগিতায় সিডা লোকাল টু গ্লোবাল এভরি লাস্ট চাইল্ড প্রকল্পের আওতায় ২৩ নভেম্বর বিশ্ব নিউমোনিয়া ও প্রিম্যাচুরিটি দিবস উপলক্ষে উত্তরা ফায়দাবাদ এলাকার কোটবাড়ী রেলওয়ে গেট বস্তি এলাকায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে কিশোর-কিশোরী, নবদম্পতিসহ বিভিন্ন বয়সী ও শ্রেণিপেশার স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, নিউমোনিয়া থেকে সুস্থ হওয়া ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যগণসহ ৭০জন অংশগ্রহণ করেন। সভায় নিউমোনিয়া কি? নিউমোনিয়ার লক্ষণ, নিউমোনিয়া হলে করণীয়, নিউমোনিয়ার টিকা এ সকল বিষয়ে আলোচনা করেন ডিএনসিসি পিএ-৫ এর ক্লিনিক ম্যানেজার ডা. নায়লা পারভীন। নবজাতকের প্রধান সমস্যাসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন ফিজিশিয়ান ডা. রুকসানা নাসিমা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সিডা লোকাল টু গ্লোবাল প্রজেক্টের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. খায়রুল ইসলাম।

বিশ্ব নিউমোনিয়া ও প্রিম্যাচুরিটি দিবসে আলোচকরা দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন

কলম্বো প্লানের আইসিসিই-র স্বীকৃতি সনদ হাতে আমিক প্রধান ইকবাল মাসুদ ও তার সহকর্মীবৃন্দ

মাদকাসক্তি চিকিৎসায় দক্ষতা বৃদ্ধিতে স্বীকৃতি

মাদকাসক্তি চিকিৎসায় কর্মরতদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে স্বীকৃতি দিল কলম্বো প্লানের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রেডেনশিয়ালিং এন্ড এডুকেশন অব এডিকশন প্রফেশনালস (আইসিসিই)।

সম্প্রতি এ বিষয়ে আইসিসিই এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে কর্মরতদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে তারা সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে মাদকাসক্তদের সুস্থ ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করতে সক্ষম হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বাংলাদেশের প্রথম স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান যা এডুকেশন প্রভাইডার হিসেবে কাজ শুরু করতে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, ১৯৯০ সাল থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদক প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সেবায় নানা ধরণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে এবং সরকার কর্তৃক একাধিকবার পুরস্কার পেয়েছে।

উত্তরা আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্পে দুইটি প্রশিক্ষণ

ইউপিএইচসিএসডিপি, ডিএনসিসি, পিএ-০৫ এর কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ইউপিএইচসিএসডিপির সহযোগিতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে। ১৩ এবং ১৪ নভেম্বর বিসিসি মার্কেটিয়ের ওপর এক ট্রেনিংয়ের আয়োজন করা হয়। কীভাবে সার্ভিসের প্রচার করা যায়, ব্র্যান্ডিং কী, এ সকল বিষয় সম্পর্কে ধারণা প্রদান করাই ছিল এই ট্রেনিংয়ের মূল উদ্দেশ্য। প্রশিক্ষণের প্রথম ব্যাচে ১৩ নভেম্বর প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রি. জেনা. ডা. সালেহ ভুইয়া এবং এই ট্রেনিং-এ প্রশিক্ষক ছিলেন ডা. মাহমুদা আলী, প্রোগ্রাম অফিসার পিআইইউ, মাহফিদা দীনা রুবাইয়া, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ডিএনসিসি, পিএ-৫, এবং সাইদুল আলম সাইদ, এমআইএস অফিসার, ডিএনসিসি, পিএ, -৫। এই ট্রেনিং-এ অংশগ্রহণ করেন ডিএনসিসি পিএ-৫-এর ফিজিশিয়ান, ফিল্ডসুপার, এসপি এবং এফডব্লিউভিগণ। এই প্রশিক্ষণের ২য় ব্যাচে ১৪ নভেম্বর প্রশিক্ষকগণ ফিল্ডের অন্য একটি গ্রুপ এবং ক্লিনিকের কাউন্সিলর, স্ট্যাটিক প্যারামেডিক এবং এফডব্লিউ এদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

সাভার পৌরভবন এবং সাভার উপজেলার সকল রেস্তোরাঁ ধূমপানমুক্ত ঘোষণা

গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (গ্যাটস্) অনুসারে দেশে প্রায় ৪ কোটি ১৩ লাখ লোক ধূমপান অথবা তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করছে, অন্যদিকে পাবলিক প্লেস অথবা পাবলিক পরিবহণে ৪ কোটি ২০ লাখ লোক কোনো বা কোনোভাবে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে। ধূমপান না করেও স্বাস্থ্য ক্ষতির ঝুঁকি থেকে মুক্তি পাচ্ছে না অধূমপায়ী জনসাধারণ। দেশের ২ কোটি ৫৮ লাখ মানুষ রেস্তোরাঁয় পরোক্ষ ধুমপানের ক্ষতির শিকার হন। জনস্বাস্থ্যের এই ক্ষতির কথা অনুধাবন করে সরকার ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩-এর সংশোধনীতে দেশের সকল রেস্তোরাঁসমূহকে পাবলিক প্লেসের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করেন। ৩০ নভেম্বর ২০১৬, সাভার পৌরসভায় পৌর মিলনায়তনে "নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ বাস্তবায়ন ও ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা" শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ডা. মো. এনামুর রহমান সংসদ সদস্য ঢাকা-১৯। সভায় সভাপতিত্ব করেন সাভার পৌরসভার মেয়র হাজী মো. আব্দুল গনি। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরি, ওয়ার্ড কাউন্সেলর আব্বাস আলী, সংরক্ষিত মহিলা আসনের ওয়ার্ড কাউন্সেলর শাহীনুর বেগম এবং ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স-এর গ্রান্টস ম্যানজার ডা. মাহফুজুর রহমান ভূইয়া। সভায় সাভার উপজেলার রেস্তোরাঁ মালিকরা অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও সাভার পৌরসভা যৌথভাবে সভাটির আয়োজন করে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী। নিরাপদ খাদ্যের ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাভার পৌরসভার মেডিকেল অফিসার, ডা. কাজী আয়েশা সিদ্দীকা এবং ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণের ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপপরিচালক ও হেড অব হেলথ সেক্টর, ইকবাল মাসুদ। সভাপতির বক্তব্যে সাভার পৌরসভার মেয়র হাজী মো. আব্দুল গনি সাভার পৌরভবনকে এবং সাভার উপজেলার সকল রেস্তোরাঁকে ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করেন। প্রধান অতিথি ডা. মো. এনামুর রহমান সাভার উপজেলার সকল রেস্তোরাঁয় ধূমপানমুক্ত সাইনেজ লাগানোর জন্য বলেন এবং প্রতিটি রেস্তোরাঁতে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দেওয়ার অনুরোধ করেন। পরিশেষে ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে ধন্যবাদ জানান। সভার শেষে উপস্থিত অতিথি এবং রেস্তোরাঁ মালিকদের হাতে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ তুলে দেওয়া হয়।

ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক মহড়া

২৯ অক্টোবর ২০১৬ সাভার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও কনসার্ন ইউনিভার্সাল বাংলাদেশ যৌথভাবে ECHO-এর আর্থিক সহযোগিতায় এবং NARRI কনসোর্টিয়াম ও বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের কারিগরি নির্দেশনায় "বাংলাদেশে একীভূত দূর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি" (Enhancing Inclusive Disaster Resilience in Bangladesh) প্রকল্পের আওতায় এই মহড়াটির আয়োজন করা হয়। সাভার পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ড এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, জোন-২ ও ৪-এর আওতায় প্রকল্পটি মোট ৯টি ওয়ার্ডের (২, ৩, ৫, ৬, ৮, ৯, ১০, ১৪ ও ১৫) নগর ঝুঁকি নিরূপন, ওয়ার্ডভিত্তিক বহুবার্ষিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, জরুরি সাড়া প্রদান পরিকল্পনা তৈরি, স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন, ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ ছাড়াও ৬টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতাবৃদ্ধি, বিদ্যালয় নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রণয়ন, দূর্যোগ প্রশমন কার্যক্রম গ্রহণ, বিদ্যালয়ভিত্তিক দূর্যোগ বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং মহড়া আয়োজন করাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

সাভার পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক ও ন্যাশনাল ভলান্টিয়ারগণ এই মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সাভার স্টেশন উক্ত মহড়াটির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির যুগ্ম সচিব ও পরিচালক আবু সাঈদ মোহাম্মদ হাসিম। সভাপতিত্ব করেন সাভার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি আলী নুর রহমান খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ২নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, প্যানেল মেয়র-১ মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম মোল্লা, কনসার্ন ইউনিভার্সাল বাংলাদেশ-এর সহকারী প্রকল্প ব্যবস্থাপক রুনা জেসমিন ও সাভার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এস. এম. রফিকুজ্জামান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো. জাহাঙ্গীর আলম।

এলনা প্রকল্পের যাত্রা শুরু

স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে মানবিক সহায়তা দানকারী পক্ষসমূহকে সহযোগিতার মাধ্যমে মানবিক সংকট মোকাবেলার যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

১৮ ডিসেম্বর ২০১৬ রাজধানীর সিরডাপ অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত এমপাওয়ারিং লোকাল এন্ড ন্যাশনাল হিউম্যানিটারিয়ান একটরস (এলনা) প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তারা এ কথা বলেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও অক্সফাম বাংলাদেশ যৌথভাবে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক কাজী আলী রেজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অক্সফাম বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর স্নেহাল ভি সনেজ। এ ছাড়াও প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ইন্সটিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ-এর পরিচালক প্রফেসর ড. মাহবুবা নাসরিন, ইউএনআরসিও-এর মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কাজী শাহীদুর রহমান ও কোস্ট ট্রাস্ট-এর নির্বাহী পরিচালক রেজাউল করিম চৌধুরী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহ্ছানুর রহমান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হিউম্যানিটারিয়ান কান্ট্রি ক্যাপাসিটি এনালাইসিস রিপোর্টের চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়

কার্যকর মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় নেতৃত্ব তৈরি ও উন্নয়নের জন্য অক্সফাম বাংলাদেশ ও এর ৬টি সহযোগী পার্টনারের সহযোগিতায় ৩ বছরব্যাপী এ প্রকল্পটি বাংলাদেশের ৯টি দুর্যোগপ্রবণ জেলায় বাস্তবায়িত হবে।

ডিএফইডি'র ৫৭টি ব্রাঞ্চে চলছে ভিক্ষুক পুনর্বাসন প্রকল্পের কার্যক্রম

১৮৪ জন ভিক্ষুকের মধ্যে ৩৫ লাখ ৫৪ হাজার টাকা এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়েছে

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)-এর মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচির কর্মএলাকায় ভিক্ষুক পুনর্বাসন প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয় ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫। অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত ১০টি জেলার ৩০টি উপজেলায় ১০টি এরিয়ার ৩৫টি মাইক্রোফিন্যান্স ব্রাঞ্চ অফিসের মাধ্যমে ৫৫ জন পুরুষ ও ১২৯ জন মহিলাসহ মোট ১৮৪ জন ভিক্ষুকের মধ্যে ৩৫ লাখ ৫৪ হাজার টাকা এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়েছে। সাতক্ষীরা জেলার সদর, দেবহাটা, কালিগঞ্জ ও কলারোয়া উপজেলা, যশোর জেলার সদর, কেশবপুর, ঝিকরগাছা, চৌগাছা ও বাঘারপাড়া উপজেলা, ঝিনাইদহ জেলার সদর ও মহেশপুর উপজেলা, বরগুনা জেলার সদর ও আমতলী উপজেলা, পটুয়াখালী জেলার সদর, কলাপাড়া ও মির্জাগঞ্জ উপজেলা, নরসিংদী জেলার সদর, বেলাব, শিবপুর, মনোহরদি ও রায়পুর উপজেলা, ঢাকা জেলার দোহার ও সাভার উপজেলা, গাজীপুর জেলার সফিপুর, কালিয়াকৈর ও শ্রীপুর উপজেলা, নেত্রকোনা জেলার সদর, বারহাট্টা, মোহনগঞ্জ ও দুর্গাপুর উপজেলা এবং জামালপুর জেলার সদর উপজেলায় উক্ত অনুদান প্রদান করা হয়।

ভিক্ষুকরা ২৮টি বিভিন্ন ক্ষুদ্র (মুদি দোকান, কাপড়ের ব্যবসা, চায়ের দোকান, দর্জির কাজ, সবজির ব্যবসা, মাছের ব্যবসা) ব্যবসার মধ্যে উক্ত অনুদানের টাকা বিনিয়োগ করেছে। অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত ১৮৪ জন উপকারভোগী সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা করেছে ১ লাখ ৬০ হাজার ১ শত ৮১ টাকা। এ সময়ের মধ্যে তাদের মোট নীট লাভ হয়েছে ৬ লাখ ৫২ হাজার ৩ শত টাকা। এ ছাড়া আরও ২০৫ জনের মধ্যে ৪১ লাখ টাকা অনুদান প্রদানের অনুমোদন পাওয়া গেছে যা প্রদানের প্রক্রিয়া চলছে। ডিএফইডি'র ৫৭টি ব্রাঞ্চ অফিসের প্রতিটিতে ২০ জন করে ভিক্ষুক পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে ডিএফইডি কাজ করছে।

শুরু হলো AIFA প্রকল্প

কীটনাশক/বালাইনাশকের-এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্তির লক্ষ্যে শুরু হলো ইউএসএইড ফিড দ্যা ফিউচার এর এশিয়া ইনোভেটিভ ফারমার্স প্রজেক্ট। উইনরক ইন্টারন্যাশনাল ইউএসএইড-এর ফিড দ্যা ফিউচারের AIFA প্রকল্পটি বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া এবং নেপালে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে-এশিয়া অঞ্চলের সাধারণ ইস্যু যেমন- দরিদ্র, খাদ্য অনিরাপত্তা এবং জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করা। এ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে- চাষীর মাধ্যমে কীটপতঙ্গ বর্জন নেট (Pest Exclusion Net-PEN) ব্যবহার করে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন করা। ঢাকা আহছানিয়া মিশন ইউএসএইড-এর আর্থিক সহায়তায় যশোর জেলার সদর উপজেলা এবং রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় ১ নভেম্বর ২০১৬ থেকে AIFA প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করেছে। প্রকল্পে মাঠ পরীক্ষার জন্য ৮ জন সবজি চাষী নির্বাচন করা হয়েছে। ৮ জন সবজি চাষী দেশের ২টি জেলায় (যশোর ও রংপুর) নির্বাচন করা হয়েছে। যশোর সদর উপজেলায় ৪ জন (বাধাকপি-১, টমেটো-২, বেগুন-১) এবং রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় ৪ জন (বাধাকপি-১, পালংশাক-১, টমেটো-১, বেগুন-১) সবজি চাষী নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতিটি প্লটের নেট স্থাপন করা হয়েছে এবং বীজ বা চারা রোপণ করা হয়েছে। প্রতিটি সবজি প্লট পৃথক পৃথক পরিবারের মধ্যে বিন্যস্ত থাকবে। প্রতিটি এলাকায় টেস্টিং প্লট একটি মহিলা, একটি পুরুষ এবং একটি যুবক ও একটি এলাকার বড় চাষী দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। আবার প্রতিটি ভৌগলিক এলাকায় তিনটি ফোকাস গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। যার একটি মহিলা কৃষকগ্রুপ, একটি পুরুষ কৃষক গ্রুপ এবং একটি ভ্যালু চেইন এক্টর গ্রুপ। প্রতিটি ফোকাস গ্রুপের সদস্য ১৫ জন নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতিটি ফোকাস গ্রুপের সদস্য নিয়মিত টেস্টিং প্লট পরিদর্শন করবে এবং নেট প্রযুক্তি সম্পর্কে মতামত প্রদান করবে। বাস্তবায়নকারী সংস্থা (ডাম) ফিল্ড টেস্টিং-এর পূর্বে কৃষকদের টেকনিক্যাল (নেটের ওপর) প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ডাম কৃষকের মাধ্যমে নেট ব্যবহার করে সবজি উৎপাদন নিশ্চিত করবে। ডাম প্রতিনিধি নিয়মিত টেস্টিং প্লট পরিদর্শন, ফোকাস গ্রুপে মিটিং করে প্রযুক্তি ব্যবহারের উপকারীতা ও তাদের অভ্যাস পরিবর্তনে কাজ করবে।

চট্টগ্রামে ২টি সেন্টারে ২৫ জন করে মোট ৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষ শুরু হয়

যশোর ও চট্টগ্রামে শুরু হলো টিভেট-এর নতুন প্রকল্প

গত অক্টোবর থেকে যশোরে আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের ৩টি ট্রেড্রে (সেপ) প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
১. ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস
২. ফ্যাশন গার্মেন্টস ৩.পাল্বিং এন্ড পাইপ ফিটিং।

এ ছাড়াও চট্টগ্রামে ওয়ার্ল্ডভিশন বাংলাদেশ রিডিউসিং চাইল্ড লেবার প্রজেক্ট গত অক্টোবর মাস থেকে ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল সুইং মেশিন অপারেশন ট্রেড্রের প্রশিক্ষণ শুরু করেছে। এখানে ২০০ প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ পর্যায়ে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৬ হতে চট্টগ্রামে ২টি সেন্টারে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। এখানে ২টি সেন্টারে ২৫ জন করে মোট ৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এ ছাড়া জানুয়ারী, ২০১৭-এর মধ্যে আরও ১৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবে।

আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় বজায় রেখে চাহিদামাফিক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এ ধরণের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান থাকলে বাংলাদেশে বিভিন্ন পর্যায়ের সুবিধাবঞ্চিত, ভূমিহীন হতদরিদ্র তথা অবহেলিত জনগোষ্ঠীর মজুরীভিত্তিক এবং আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা সম্ভব হবে। তারা তাদের যোগ্যতাভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি জীবন দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে কর্মজীবনে সামাজিক নিরাপত্তা, ক্ষমতায়ন, আত্মমর্যাদা, অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে সচেতন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হবে।

আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরামের মতবিনিময় সভা

১৪ ডিসেম্বর ২০১৬ রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরামের সদস্যদের সাথে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সাপোর্ট ফোরামের বর্তমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করেন ফোরামের সদস্যরা। আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহ্ছানুর রহমান। এ ছাড়া দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন সাপোর্ট ফোরামের নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি লকিয়তউল্লাহ।

স্বাগত বক্তব্যে ড. এম এহ্ছানুর রহমান বলেন, আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরাম একটি বিশেষ উদ্যোগ। যা আহ্ছানিয়া মিশনের কার্যক্রমকে সামনের দিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। তিনি বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সবসময় কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

সাপোর্ট ফোরাম সদস্যদের স্বাগত জানাচ্ছেন মিশন প্রধান কাজী রফিকুল আলম

আহ্ছানিয়া মিশনের কার্যক্রমের ওপর একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করেন সিনেড-এর সিইও শাহনেওয়াজ খান।

আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরামের সহ-সভাপতি লকিয়কউল্লাহ বলেন, সমাজের জন্য কাজ করা আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য এবং এ কাজের জন্য অর্থ ব্যয় করা একটি 'সোস্যাল ট্যাক্স'। সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমাদের এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা উচিত। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তারা সাপোর্ট ফোরামের বর্তমান কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপ নেয়ার ওপর জোর দেন। তারা বলেন, বর্তমান আহ্ছানিয়া মিশনের কার্যক্রম মানবসেবার ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। সভাপতির বক্তব্যে কাজী রফিকুল আলম বলেন, নিজেদের ভাগ্য নিজেদের গড়তে হবে। সাথে সাথে দায়িত্ববোধ থেকেই কাজগুলো করতে হবে। আর এজন্য জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে।

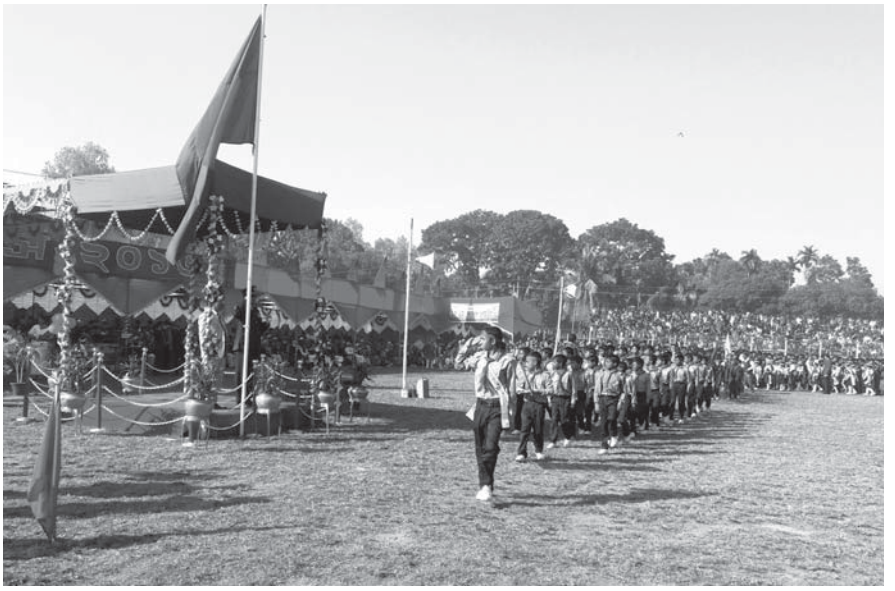

শিশুদের দেশাত্ববোধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়

আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীর বিজয় দিবস উদযাপন ২০১৬

পঞ্চগড় জেলার সদর উপজেলার হাফিজাবাদ ইউনিয়নে কেএনএইচ জার্মানীর আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরী সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুদের সমন্বিত সেবার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসন কাজ করে আসছে। শিশুদের মেধা ও সৃজনশীল বিকাশের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরী শিশুদের মধ্যে দেশাত্ববোধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করে। এই উদযাপনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে শিশুরা ভবিষ্যতে একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। একই সঙ্গে তারা দেশ ও জনগণের কল্যানে বিশেষ অবদান রাখবে।

দিনের কার্যসূচির অংশ হিসেবে আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীর একটি স্কাউট দল জেলা পর্যায়ের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে এবং মাঠ পার্স অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে পঞ্চগড় জেলার জেলা প্রশাসক অমল কৃষ্ণ মন্ডল ও জেলা পুলিশ সুপার মো. গিয়াস উদ্দীন আহম্মেদকে সেলুটের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন করে। দিনের অন্যান্য কর্মসূচিতে শিশু নগরী থেকে একটি র‍্যালি হাফিজাবাদ ইউনিয়নের আমকাঠাল বাজার প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় শিশু নগরীতে ফিরে আসে। শিশু নগরীর এই র‍্যালিতে হাফিজাবাদ ইউনিয়নের রাজমহল উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। এরপর তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিশুদের নিয়ে বিজয় দিবসের ওপর রচনা প্রতিযোগিতা এবং প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির শিশুদের নিয়ে গ্রুপভিত্তিক অংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এরপর দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ২নং হাফিজাবাদ ইউনিয়নের নব-নির্বাচিত চেয়ারম্যান গোলাম মুসা কলিমুল্লাহ প্রধান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আছিমদ্দীন প্রধান, শিশু নগরীর সেন্টার ম্যানেজার মো. এস.এম মাসুদুল ইসলাম, শিশু নগরীর শিক্ষা সমন্বয়কারী মো. সাইফুল আলম এবং সকল স্টাফ ও শিশু উপস্থিত ছিলেন। অতিথিবৃন্দ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা করেন এবং সকলকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। শিশুরাও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করে এবং ভষ্যিতে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করবে বলে অঙ্গীকার করে। সবশেষে শিশু নগরীর শিশুদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে দিনের কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়।

শোক সংবাদ

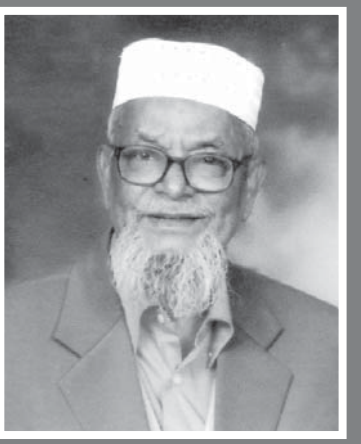

অধ্যাপক ডা. আব্দুল অদুদ আর নেই

২৮ অক্টোবর শুক্রবার দেশের প্রখ্যাত চর্ম ও যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. আব্দুল অদুদ রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। দেশের চিকিৎসা অঙ্গনে অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। উপমহাদেশের প্রখ্যাত সূফী সাধক হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর একনিষ্ঠ ভক্ত ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একজন আজীবন সদস্য ডা. অদুদ। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র ও সাত কন্যা রেখে গেছেন। ৩১ অক্টোবর ২০১৬, সোমবার চট্টগ্রামে তার পৈত্রিক নিবাসে তাকে সমাহিত করা হয়।

ডা. আব্দুল অদুদের মৃত্যুতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর পক্ষ হতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে। মিশনের পক্ষ হতে মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয় এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়।

হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড

(বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত)

HAJJ FINANCE COMPANY LIMITED حج فاينانس كمبانى لميتيد

শরিয়াহ্‌ভিত্তিক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান

Save for Hajj.হজ্বের জন্য সঞ্চয়

আমাদের সেবাসমূহ

হজ্ব সঞ্চয় স্কীম

হজ্ব পালন ও হজ্ব অর্থায়ন প্রকল্প

বাড়ি অর্থায়ন

গাড়ি অর্থায়ন

শিল্প অর্থায়ন

ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থায়ন

আমানতসমূহ

১. আল-ওয়াদিয়া হজ্ব সঞ্চয় হিসাব
২. মাসিক কিস্তি ভিত্তিক মুদারাবা হজ্ব টার্ম ডিপোজিট
৩. এককালীন মুদারাবা হজ্ব টার্ম ডিপোজিট
৪. হজ্ব ডেভেলপমেন্ট মুদারাবা টার্ম ডিপোজিট
৫. মুনাফা উত্তোলনযোগ্য মুদারাবা টার্ম ডিপোজিট
৬. মুদারাবা পেনশন ডিপোজিট স্কীম
৭. মুদারাবা টার্ম ডিপোজিট

বিনিয়োগ সেবাসমূহ

খাতসমূহ

১. ইজারা ওয়া ইক্‌তিনা
২. বাই-মুয়াজ্জাল
৩. হায়ার পারচেজ-শিরকাতুল মেল্‌ক
৪. মুসারাকা মুতানাকিস্‌া
৫. মুরাবাহা লোকাল পারচেজ অর্ডার
৬. আস্‌-সাফারী (হজ্ব অর্থায়ন প্রকল্প)

পণ্য

- গাড়ী (প্রাইভেট ও কমার্শিয়াল)
- যন্ত্রপাতি (শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত)
- ব্যবসা বাণিজ্য
- বাড়ি/ফ্ল্যাট/বাণিজ্যিক ফ্লোর নির্মাণ ও ক্রয়

"লাব্বায়িক আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক"

(হে আল্লাহ, আমি তোমার সান্নিধ্য লাভে হাজির হয়েছি)।

আস্‌-সাফারী

(হজ্ব অর্থায়ন প্রকল্প)

"আমাদের আর্থিক সহায়তায় পবিত্র হজ্ব পালন করুন পরে কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করুন"

বিস্তারিত আরও তথ্য জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন

প্রধান কার্যালয় ও প্রধান শাখা

ফজলুর রহমান সেন্টার (নীচ তলা), ৭২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
টেলিফোন: +৮৮-০২-৯৫৫২১৪১, ৯৫৬০৫২০, ৭১৬৫৯০০; ফ্যাক্স: ৯৫৬৮৯৭৩।

বায়তুল মোকাররম মসজিদ কমপ্লেক্স শাখা

মসজিদ কমপ্লেক্স (২য় তলা), উত্তর গেট, ৬৭, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
টেলিফোন : +৮৮-০২-৭১৬৯৬৫৯, ৭১১৪৩৬১; ফ্যাক্স: ৭১১৮১৯৮।

www.amhajjfinance.com

আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা

রেজিঃ নং ৬০/৭৯ ॥ বর্ষ ৩৮ ● সংখ্যা ৪ ● অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : বছরে যে কোন সময় আহ্ছানিয়া মিশন বার্তার গ্রাহক হওয়া যায়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা।

সম্পাদক, আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯, ফোন ঃ ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০